February
2023

Newspaper Clips

based on
The Hindu | Times of India | Economic Times | Financial Express | The Telegraph | Deccan | The Statesman | The Tribune | The Asian Age | The Pioneer | Free Press Journal | Aajkaal | Anandabazar Patrika | Ekdin | Sanmarg | Eisamay | Business Line | Sangbad Pratidin |

Chittaranjan National Cancer Institute
CNCI Library

Date: 02/02/2023

কান্সারের আন্সারের খোঁজ, বঙ্গ-পুত্রের পেপার 'নেচার' এ – এইসময়, 2nd Feb. 2023

ক্যান্সারের আন্সারের খোঁজ, বঙ্গ-পুত্রের পেপার 'নেচার'-এ

এই সময়: ক্যান্সার মানে এখনও নো আন্সার? স্বস্তির বিষয় হলো, এই উদ্বেগের কারণ ক্রমে কমছে।

ক্যান্সার নিরাময় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ চলছে পৃথিবী জুড়ে। তার চেয়ে বেশি কাজ চলছে, এই অসুখ কী ভাবে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, তার গতিপ্রকৃতি বুঝতে। অনেকের মতে, ক্যান্সারের চালচলন আগে থেকে ধরা গেলে চিকিৎসাক্ষেত্রে সুবিধা হয়। এমনই গবেষণার সঙ্গে জড়িত এক

খড়্গাপুরের প্রাক্তনী

বাঙালি গবেষক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলার কৌস্তভ বেরা। কৌস্তভ ও তাঁর সঙ্গীরা কোষের চালচলন নিয়ে চালাচ্ছিলেন গবেষণা। কোন ধরনের কোষ থেকে শরীরে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বেশি, তা জানা যাচ্ছে রীতিমতো সাড়া জাগানো এই গবেষণায়।

আমেরিকা থেকে কৌস্তভরা জানাচ্ছেন, মানবদেহের প্রত্যেক কোষের বাইরে থাকে জলীয় অংশ। রক্ত-দেহ রস ঘিরে থাকে কোষগুলিকে। দেখা যাচ্ছে, যে কোষের বাইরে জলীয় পদার্থ বেশি ঘন, সেই কোষ থেকেই ক্যান্সার ছড়ায় বেশি। অপেক্ষাকৃত কম ঘন তরলযুক্ত কোষ

গবেষক কৌস্তভ বেরা — এই সময়

থেকে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা কম। গবেষণাপত্রটি সম্প্রতি 'নেচার' প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই দলে আছেন মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ জন গবেষক। তাঁদের সম্মিলিত কাজের ফলাফল ভবিষ্যতে ক্যান্সারের গতিপ্রকৃতির উপর নজরদারি চালাতে এবং মারণ রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছেন চিকিৎসা ও বিজ্ঞানী মহলের অনেকে।

আইআইটি-খড়্গাপুর থেকে বিটেক এবং এমটেক করার পর কেমিক্যাল ও বায়োমলিকিউলার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কৌস্তভ পিএইচডি করেছেন জন্স হপকিন্স থেকে। সেখানেই দীর্ঘ

> কৌস্তভরা জানাচ্ছেন, মানবদেহের কোষের বাইরে থাকে জলীয় অংশ। দেখা যাচ্ছে, যে কোষের বাইরে জলীয় পদার্থ বেশি ঘন, সেই কোষ থেকেই ক্যান্সার ছড়ায় বেশি

গবেষণার পর এই সাফল্য তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট ডক্টরাল অ্যাসোসিয়েট তিনি। আদতে হাওড়ার সাঁতরাগাছির বাসিন্দা কৌস্তভ মার্কিন মুলুক থেকে 'এই সময়'কে বলেন, 'ক্যান্সারের এখনও অনেক কিছুই জানি না। যত জানতে পারব, ততই মানুষের কাছে চিকিৎসা পৌঁছে দিতে পারব।' তবে এই গবেষণালব্ধ ফলাফল চিকিৎসার কার্যকরী দিকে পৌঁছে দেওয়াই কৌস্তভের প্রকৃত ইচ্ছে। তাঁর সংযোজন, 'পৃথিবীতে প্রতি বছর বহু মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হন এবং মারা যান। গবেষণাকে ল্যাবরেটরির চার দেওয়ালের বাইরে নিয়ে গিয়ে মানুষের রোগ নিরাময় করাই আমার এবং আমাদের আগামীদিনের লক্ষ্য।'

দৈনিক স্টেটসম্যান.

Date: 02/02/2023

ব্রেস্ট ক্যান্সারের নতুন চিকিৎসা প্রদ্ধতি- দৈনিক স্টেটসম্যান, 2nd Feb., 2023

ব্রেস্ট ক্যান্সারের নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি

অভিজিৎ ভট্টাচার্য

ব্রেষ্ট ক্যান্সার সচেতনতায় সম্প্রতি 'থার্মাল স্ক্যান'-এর আয়োজন হল রোটারী ক্লাব ক্যালকাটা সানসিটি ডিস্ট্রিক্টের তরফে। এই পদ্ধতিতে কোনও স্পর্শ, ব্যাথা ছাড়াই ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসা সম্ভব। ডা. অপূর্ব ঘোষ তাঁর দীর্ঘ ৪৩ বছরের ক্যান্সার চিকিৎসার অভিজ্ঞতা ও সাফল্য নিয়ে

এই প্রকল্পে যুক্ত হয়েছেন। এদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ৩৮ জন রোগীর স্ক্রিনিং ক্যান্সারের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে মন্তব্য করেন ডা. অপূর্ব ঘোষ। শরীরে ক্যান্সারের ফি অবস্থান এবং কত তাড়াতাড়ি তার চিকিৎসা ও নিরাময় সম্ভব তা সবই সহজেই জানা যাবে এই পদ্ধতিতে।

আজকাল

Date: 04/02/2023

ক্যান্সার চিকিৎসায় নতুন উদ্যোগ টেকনো হাসপাতালে – আজকাল 4th Feb., 2023

ক্যান্সার চিকিৎসায় নতুন উদ্যোগ টেকনো হাসপাতালের

আজকালের প্রতিবেদন

ক্যান্সার চিকিৎসায় নতুন উদ্যোগ ব্যারাকপুরের নেহরু মেমোরিয়াল টেকনো গ্লোবাল হসপিটাল–এর। গাঁটছড়া বাঁধল কার্কিনোস হেলথ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে। তাদের এই যৌথ উদ্যোগের লক্ষ্য, ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে আয়ত্তের মধ্যে প্রযুক্তিনির্ভর এবং উন্নততর পরিষেবা দেওয়া। আধুনিক এই চিকিৎসা কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে ব্যারাকপুর নেহরু মেমোরিয়াল টেকনো গ্লোবাল হসপিটালের ডিরেক্টর তিথি বিশ্বাস এবং হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্নেল ডাঃ সুস্নিগ্ধ মজুমদার ছাড়াও ছিলেন কার্কিনোস পূর্বাঞ্চলের ডিরেক্টর ডাঃ আখতার জাওয়ার।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এই হাসপাতাল রোগীদের সর্বাঙ্গীণ পরিষেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পারস্পরিক এই সম্পর্ক ক্যান্সার চিকিৎসায় প্রথাগত পদ্ধতির সঙ্গে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা পদ্ধতিকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। আরামদায়ক পরিবেশে রোগীকে রেখে তাঁকে দ্রুত সুস্থ করে তুলতে এই হাসপাতাল নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাবে। ডাঃ আখতার জাওয়ার বলেন, 'মারণ রোগ নিয়ন্ত্রণে দরকার সচেতনতা এবং প্রাথমিক স্তরে নির্ণয়। জনগণকে এবিষয়ে সচেতন করে তোলা যাতে তাঁরা রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিলম্ব না করেন এবং চিকিৎসা চালিয়ে যান। সেটাই এই যৌথ উদ্যোগের বিশেষত্ব।'

ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধনে ডাঃ সুস্নিগ্ধ মজুমদার, ডাঃ আখতার জাওয়ার এবং তিথি বিশ্বাস। ছবি: আজকাল

অস্ত্রোপচার, কেমোথেরাপি, ব্লাড ক্যান্সারের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ছাড়াও ক্যান্সার চিকিৎসার আরও বেশ কিছু পরিষেবা এখানে পাওয়া যাবে। সেইসঙ্গে হাসপাতালটিতে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট, অপারেশন থিয়েটার ছাড়াও আছে আইপিডি পরিষেবা।

আজকাল

Date: 04/02/2023

ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা আরও বাড়াতে হবে- আজকাল 4th Feb., 2023

ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা আরও বাড়াতে হবে

আজকালের প্রতিবেদন

ভারতে ক্যানসার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। জীবনশৈলি ও পরিবেশ দূষণের কারণে বাড়ছে এই রোগ। অবস্থা এমনই যে এখন প্রতি ৮ জন পুরুষের মধ্যে ১ জনের প্রস্টেট ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতি ৮ জন মহিলার মধ্যে একজন আক্রান্ত হতে পারেন স্তন ক্যানসারে। তবে আশার কথা ক্যানসার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও সমানতালে অগ্রগতি হচ্ছে। ফলে ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করার সুযোগও এখন অনেক বেশি। আসলে এই রোগ যত আগে ধরা পড়বে ততই চিকিৎসার সুবিধা হবে। নানা ধরনের গবেষণার সুবাদে এই রোগকে এখন আগে থেকেই চিহ্নিত করা সম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা এই রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এখন অনেক বেশি সচেতন। যাতে আগেই এই রোগ চিহ্নিত করা যায় সে বিষয়েও তাঁরা সতর্ক। একইসঙ্গে প্রাথমিক পরীক্ষা–নিরীক্ষার খরচও অনেক কমেছে। ফলে এখন প্রতি বছরই লোকেরা এই পরীক্ষাগুলি নিয়মিত করাতে পারছেন। এতে প্রাথমিক পর্বে থাকা ক্যানসার রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। আগাম রোগ চিহ্নিতকরণের ফলে শেষ বিচারে ক্যানসার চিকিৎসার খরচ তিন গুণ কমে এবং বেঁচে থাকার মেয়াদও বাড়ে। ক্যানসার চূড়ান্ত পর্বে ধরা পড়লে বেঁচে থাকার সুযোগ ১৪ শতাংশ। তবে আগাম ধরা পড়লে বেঁচে থাকার সুযোগ ৯০ শতাংশ। কী কারণে ক্যানসার হচ্ছে, সেরা ল্যাবরেটরিগুলো এখন প্রাথমিক পর্বের পরীক্ষার মাধ্যমেই তা চিহ্নিত করতে পারে। ক্যানসারের নির্দিষ্ট কারণ ধরা পড়লে চিকিৎসকদের পক্ষে রোগের চিকিৎসা আরও ভালভাবে করার সুবিধা হয়। আরও ভাল যন্ত্রপাতি, আরও ভাল ওষুধ, চিকিৎসার উন্নত পদ্ধতি, ভাল চিকিৎসক — এসবের ফলে এখনকার বিশ্বে ক্যানসার চিকিৎসায়, বলা যায়, বিপ্লব ঘটে গেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এখন এই রোগ সম্পর্কে যত বেশি সচেতনতা তৈরি করা যাবে ততই ক্যানসার চিকিৎসায় বিপ্লবের প্রভাব আরও ছড়িয়ে পড়বে। এভাবেই আমরা ক্যানসারমুক্ত পৃথিবী গড়ার পথে এগিয়ে যেতে পারি।

Date; 04/02/2023

পূর্ব ভারতের ক্যানসার চিকিৎসার প্রসারে বারাকপুরের টেকনো গ্লোবাল হাসপাতাল হাত মেলাল কাকি কার্কিনোজ হেলথ কেয়ারের সঙ্গে – আজকাল 4th Feb., 2023

আজকাল ৭
কলকাতা শনিবার ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

পূর্ব ভারতে ক্যানসার চিকিৎসার প্রসারে বারাকপুরের টেকনো গ্লোবাল হাসপাতাল হাত মেলাল কার্কিনোজ হেলথকেয়ারের সঙ্গে

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি

পূর্ব ভারতে ক্যানসার চিকিৎসার প্রসারে বারাকপুরের টেকনো গ্লোবাল হাসপাতাল হাত মেলাল কার্কিনোজ হেলথকেয়ার প্রাইভেট মিলিটেড সংস্থার সঙ্গে। প্রোটোকল মাফিক উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক এবং কম খরচে গুণমানসম্পন্ন ক্যানসার চিকিৎসা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করবে এই দুই সংস্থা।

দুই সংস্থার উদ্যোগে গড়ে তোলা নতুন ক্যানসার চিকিৎসার কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কার্কিনোজ ইস্ট এর ডিরেক্টর ডাক্তার আখতার জাওয়াদে এবং বারাকপুরের টেকনো গ্লোবাল হাসপাতালের ডিরেক্টর তিথি বিশ্বাস ও মেডিক্যাল সুপার কর্নেল ডাক্তার সুস্নিগ্ধ মজুমদার। এই উপলক্ষ্যে ডাক্তার জাওয়াদে বলেন, 'ক্যানসার নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল লোকজনের সচেতনতা ও গোড়াতেই এই রোগকে চিহ্নিত করা। নির্দিষ্টভাবে এই দুই লক্ষ্য পূরণেই গড়ে তোলা হয়েছে দুই সংস্থার অনন্য সহযোগিতার প্রকল্প।' এই কেন্দ্রে যে সব পরিষেবা পাওয়া যাবে তার মধ্যে রয়েছে অঙ্কো–সার্জারি, আগাম পরিকল্পনাভিত্তিক কেমোথেরাপি, রক্তের ক্যানসার নির্ণয় ও চিকিৎসা, নতুন ধরনের এবং নির্দিষ্ট মানব অঙ্গভিত্তিক ইমিউন ও টার্গেটে থেরাপি, এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্যানসার রোগ ছড়ানোর ঝুঁকি কতটা তার মূল্যায়ণ ও পরীক্ষা। এজন্যই এই হাসপাতালে গড়ে তোলা হয়েছে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট, অপারেশন থিয়েটার এবং আইপিডি পরিষেবা।

ডাঃ আখতার জাভেদ
রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট
ডিরেক্টর (পূর্ব)
কার্কিনোজ হেলথকেয়ার প্রাইভেট মিলিটেড
www.karkinos.in

দুই সংস্থার সহযোগিতার বিষয়ে তিনি বলেন, বারাকপুরের টেকনো গ্লোবাল হাসপাতাল নির্দিষ্টভাবে ক্যানসার রোগীদের সামগ্রিক চিকিৎসার ওপর জোর দেয়। কার্কোজের সঙ্গে সহযোগিতা নানা বিভাগের পরামর্শ একত্রিত করে রোগীদের আরও বেশি পরিষেবা দিতে আমাদের সাহায্য করবে । আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন বারাকপুরের নেহরু মেমোরিয়াল টেকনো গ্লোবাল হাসপাতালে রোগীদের থাকাটা হবে আরামদায়ক ও এবং তাঁরা দ্রুত সেরে ওঠার সুযোগ পাবেন।

এখানকার নবগঠিত ক্যানসার কেয়ার ইউনিট সাধ্যায়ত্ত খরচে দেবে ক্যানসারের সর্বাধুনিক চিকিৎসা। যাতে অর্থের অভাবে কেউ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হন সেটা দেখাই এই হাসপাতালের লক্ষ্য। পরিষেবা ও চিকিৎসার নয়া মডেল তৈরি করবে এই নতুন ইউনিট। এখানে থাকবে আধুনিক প্রযুক্তি। পরিবেশ হবে উষ্ণ, আতিথেয়তা ভিত্তিক। নজর থাকবে রোগীদের সুবিধার দিকে, এবং কম খরচে সবাইকে প্রয়োজনভিত্তিক পরিষেবা দেওয়াই হবে লক্ষ্য।

কার্কিনোজ হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থা স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ভিত্তিক অঙ্কোলজিতে নজর দেয়।

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক
আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 04/02/2023

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস – আনান্দবাজার পত্রিকা 4th Feb., 2023

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস

ডাঃ গৌতম মুখোপাধ্যায়,
এমএস (টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল, মুম্বাই), সার্টিফাইড ট্রেনিং এজ এমসিএইচ (সার্জিক্যাল অনকোলজি কোর্স, টিএমএইচ মুম্বাই)
ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর, সার্জিক্যাল অঙ্কোলজি বিভাগ, পিয়ারলেস হাসপাতাল

প্রতি বছর, ৪ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় বিশ্ব ক্যান্সার দিবস। ২০০০ সালে প্যারিসে আয়োজিত এক বিশ্ব সম্মেলনে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে এই তারিখটি নির্বাচন করা হয়েছিল। বিশ্বের প্রতিটি দেশে ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, রোগ নির্ণয় এবং অসুখটির অভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে প্রতি বছর ইউনিয়ন ফর ইন্টারন্যাশনাল ক্যান্সার কন্ট্রোল (ইউআইসিসি) –এর তরফে দিবসটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উদযাপিত হয়। জানিয়ে রাখি— সব ধরনের ক্যান্সারের মধ্যে ৪০ শতাংশ ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব! অনেকেই এই তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞাত! এমনকী ক্যান্সার নিয়ে আমাদের দেশে এখনও নানা ভুল ধারণাও চালু আছে। কেউ কেউ মনে করেন, ক্যান্সার ছোঁয়াচে! এমনকী বায়োপ্সি করালে বা সার্জারির পর রোগটি সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে! অথচ তিনটি ধারণাই সর্বৈব মিথ্যা!

তবে বলতে দ্বিধা নেই— সাধারণ মানুষের সচেতনতা এখন আগের চাইতে অনেক বেশি। রোগীরাও সামাজিক নানা বন্ধন এবং লজ্জার বাঁধন ছিঁড়ে এগিয়ে আসছেন। 'নো ফেয়ার সেলফি' বা 'কেশহীন নিজস্বী' হল এমনই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এক আন্দোলন। পৃথিবীর সব দেশের কেমোথেরাপির অধীনে থাকা রোগী সামাজিক মাধ্যমে নিজের মুণ্ডিত মস্তকের ছবি পোস্ট করে এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন! এখানেই শেষ নয়, ক্যান্সার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরের গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ, সৌধগুলিকে বর্ণিল করে তোলা হচ্ছে কমলা অথবা নীল রঙের আলোকচ্ছটায়!

তথাপি, সব কাজ এখনও শেষ হয়নি। নানা সময়ে ভিন্ন ধরনের থিম বেঁধে নিয়ে চলছে প্রচার। সাম্প্রতিক থিমটি হল 'ক্লোজ দ্য ক্যান্সার গ্যাপ' বা 'ক্যান্সার চিকিৎসার ফাঁক বন্ধ করো'। এই থিমের অর্থ সুদূর বিস্তৃত। একজন ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি পৃথিবীর যে প্রান্তে বা যে সামাজিক স্তরের বাসিন্দাই হন না কেন, তাঁর ক্যান্সারের চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

বিগত বছরগুলিতে ক্যান্সার সম্পর্কিত সংস্কারগুলি দূর করার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। অনেকেই মনে করতেন ক্যান্সার দুরারোগ্য ব্যাধি। এমন ভয়ঙ্কর ধরনের নেতিবাচক ধারণাও মুছে ফেলা গিয়েছে অনেকখানি। শুরু হয়েছে প্রিভেনটিভ অঙ্কোলজি বা প্রতিরোধমূলক অঙ্কোলজি নিয়েও প্রচার। প্রিভেনটিভ অঙ্কোলজি সেই ধরনের সাধারণ মানুষদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যাঁদের ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি আছে। প্রিভেনটিভ অঙ্কোলজির গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। কারণ এখন প্রায় প্রতিটি পরিবারে ক্যান্সার রোগীর দেখা মিলছে কিংবা কোনও নিকটাত্মীয়ের ক্যান্সার হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তাই কোনও ব্যক্তির জিনে ক্যান্সার আছে কি না তা বোঝা জরুরি। কারণ ক্যান্সারকে বংশগত অসুখ হিসেবেও বিবেচনা করা হচ্ছে। এছাড়া নানাভাবে তামাক সেবন, মদ্যপানকেও ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি হিসেবে ধরা হচ্ছে। ঝুঁকির তালিকায় রয়েছে স্থূলত্বও! মহিলাদের মধ্যে ব্রেস্ট, ইউটেরাইন ক্যান্সার এবং পুরুষদের মধ্যে প্রস্টেট ক্যান্সারের আশঙ্কা বাড়ায় স্থূলত্ব। এছাড়া বয়স বৃদ্ধিও সঙ্গেও কিন্তু ক্যান্সারের আশঙ্কা বাড়ে। তবে সমস্ত আলোচনার উর্ধ্বে একটা কথা সবসময়েই স্মরণে রাখতে হবে। তা হল— আগাম ধরা পড়লে ক্যান্সারের নিরাময় সত্যিই সম্ভব।

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক
আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 04/02/2023

কেমোথেরাপি ও তারপর . . . - আনান্দবাজার পত্রিকা 4th Feb., 2023

কেমোথেরাপি ও তারপর...

ডাঃ মধুছন্দা কর,
এমডি (মেডিসিন) সিইউ, পিএইচডি (ক্যান্সার রিসার্চ) সিইউ
ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর, অঙ্কোলজি বিভাগ পিয়ারলেস হাসপাতাল

বর্তমান আর্থ–সামাজিক ব্যবস্থায় সুষ্ঠভাবে সংসার চালানোর জন্য নারী–পুরুষ উভয়ই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দৌড়চ্ছেন। আর বাবা–মায়ের এই লড়াইয়ে সামিল থাকে তাঁদের সন্তানও। কিন্তু পরিবারের কেউ যদি মারাত্মক ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন, তাহলে চলার পথে দেখা দেয় ছন্দপতন, দেখা দেয় নানা প্রতিবন্ধকতা। তখন সেই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সবাইকে মানিয়ে নিতে হয়। পরিবারের ছোটরাও এর বাইরে নয়, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন থেকে পড়াশোনা, স্কুল–কলেজ— সব কিছুতেই এর প্রভাব পড়ে।

ক্যান্সার চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কেমোথেরাপি। অনেক সময় কেমোথেরাপি নিতে গিয়ে রোগীকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সেই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে এবং কোনওরকম বিড়ম্বনা ছাড়া রোগী যাতে কেমোথেরাপি নিতে পারেন তার জন্য পিয়ারলেস হসপিটাল অ্যান্ড বি কে রায় রিসার্চ সেন্টারে রয়েছে ‘ডে কেয়ার কেমোথেরাপি সেন্টার’। যেখানে রয়েছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সিং স্টাফ, যাঁরা চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে খুবই যত্ন সহকারে রোগীকে কেমোথেরাপি দেন।

কেমোথেরাপির আগে বাধ্যতামূলক রোগীর রক্তপরীক্ষা। দূর থেকে আসা রোগীদের সুবিধার্থে কেমোথেরাপির দিনই রক্তপরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে এবং দু–একঘণ্টার মধ্যে চলে আসে রিপোর্ট। সেই রিপোর্টের উপরভিত্তি করে তারপর শুরু হয় রোগীর কেমোথেরাপি।

কেমোথেরাপির যাবতীয় প্রস্তুতির জন্য রয়েছে বায়ো সেফটি ক্যাবিনেট। শুধুমাত্র চিকিৎসক ও নার্স ছাড়া এই ক্যাবিনেটে আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। কেমোথেরাপির জন্য ব্যবহৃত ওষুধের সংমিশ্রণে যে তরলটি তৈরি হয়, সেটিকে জীবাণুমুক্ত রেখে রোগীকে দেওয়া হয়। রোজই জীবাণুনাশক ব্যবহার করে পরিষ্কার করা হয় এই ক্যাবিনেট। স্যালাইনের মাধ্যমে দেওয়া কেমোথেরাপিতে সাধারণত ‘ক্লোজড সিস্টেম’ ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়, যাতে হসপিটাল বা বাইরের কোনও সংক্রমণ রোগীকে আক্রান্ত করতে না পারে।

রোগীর কেমোথেরাপি সাধারণত দুপুর বা বিকেলের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এরপর রোগী বা তার পরিবারের লোকদের একটি কার্ড দেওয়া হয়। যেখানে লেখা থাকে বাড়িতে মামুলি বা সামান্য কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে কী করণীয়। রোগীকে যখন ছাড়া হয় পরিবারের লোককে ভালো করে কার্ডের লেখাগুলি বুঝিয়ে বলে দেওয়া হয়। সঙ্গে থাকে একটি হেল্‌পলাইন নম্বরও। কেমোথেরাপির পর যদি কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং যেটা বাড়িতে সামাল দেওয়া সম্ভব নয়, তখন হেল্‌পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করে রোগীকে হসপিটালে আনার পরামর্শ দেওয়া হয়। আমাদের ইমার্জেন্সি বা জরুরি বিভাগ তো ২৪ ঘণ্টাই খোলা।

এভাবেই রোগীদের পরিকল্পনামাফিক সবরকম সেবাদানের মধ্যে দিয়ে সফলভাবে এগিয়ে চলেছে ‘ডে কেয়ার কেমোথেরাপি সেন্টার’।

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক
আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 04/02/2023

ডায়াবেটিস ও ক্যানসারের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে !- আনান্দবাজার পত্রিকা 4th Feb., 2023

ডায়াবেটিস ও ক্যানসারের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে!

ডা: আশিস মিত্র
এম.ডি (মেডিসিন);
এম.আর.সি.পি (ইংল্যান্ড);
এম.আর.সি.পি (আয়ারল্যান্ড)
ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ

শিরোনামে অযথা চমক দিতে গিয়ে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে এমন নয়। যথেষ্ট গবেষণা ও সমীক্ষার পর দেখা গেছে ডায়াবেটিস ও ক্যানসার নিবিড় সম্পর্কে জড়িত। আর দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকলে যে ক্যানসারের গেরিলা আক্রমণ হতে পারে তাও প্রমানিত। আমাদের দেশে মূলত টাইপ টু ডায়াবেটিস আক্রান্তের সংখ্যাই বেশি। এই ধরনের ডায়াবেটিসের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ওবেসিটি। আরও নির্দিষ্ট করে বললে সেন্ট্রাল ওবেসিটি বা পেটের মেদ বৃদ্ধি হওয়া। আর ওবেসিটির ফলে প্রস্টেট, কোলন, স্তন, জরায়ু, কিডনি, ওভারি, প্যাঙ্ক্রিয়াস, লিভার এবং পাকস্থলীর ক্যানসার হওয়ার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। তাই যে সব ডায়াবেটিক রোগী ওবেসিটিরও শিকার এবং বহু চেষ্টার পরেও ওজন কমাতে পারছেন না তাদের কিন্তু উপরোক্ত ক্যানসারগুলিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়। এই ঝুঁকির কারণেই ডায়াবেটিসকে নিছক লাইফস্টাইল ডিসঅর্ডার ভেবে অবহেলা করলে ভুল হবে। ফলে শিরোনাম যে নিছক চমক সৃষ্টির জন্য নয় তা আর আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু ধরুন যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে অথচ ওবেসিটি নেই তারাও কী ক্যানসারে আক্রান্ত হতে পারেন? প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। অবশ্যই আক্রান্ত হতে পারেন। চিকিৎসার পরিভাষায় রিস্ক ফ্যাক্টর থেকেই যায়। শুধু ডায়াবেটিস দীর্ঘদিন ধরে থাকলে লিভার, প্যাঙ্ক্রিয়াস, স্তন, মলদ্বার, মূত্রথলি এবং কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি থেকে যায়। আবার ক্যানসারে আক্রান্ত হলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখাও বেশ চ্যালেঞ্জিং। তখন ইনসুলিন ছাড়া অন্য ওষুধ কাজ করতে চায় না। আর ক্যানসার ও ডায়াবেটিসের জোড়া হানায় শারীরিক কষ্ট যেমন বেশি হয় মৃত্যুহারও যথেষ্ট বেশি হয়। তাই ডায়াবেটিকরা ক্যানসার আক্রান্ত হলে প্রাণসংশয় থেকেই যায়।

তাই ডায়াবেটিস থাকলে ক্যানসারের ঝুঁকি কম করতে কিছু নিয়ম মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য হওয়া উচিত। তবে এই সব আদর্শ নিয়ম মেনে চললে ক্যানসারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব বলে গবেষকদের অভিমত-

১) ডায়াবেটিস নির্ণয় হলে আদর্শ ডায়েট ও শারীরিক কসরতের মাধ্যমে পেটের মেদ ঝরিয়ে ফেলতে হবে। দেহের ওজন অন্তত ১৫ থেকে ২০ শতাংশ কমাতে হবে যাতে ক্যানসারের ঝুঁকি কম করা যায়।

২) ধূমপান ও মদ্যপান পুরোপুরি ত্যাগ করতে হবে।

৩) নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে। অন্তত নিয়ম করে ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট প্রতিদিন হাঁটতে হবে।

৪) রেড মীট, তেল, ঘি, মাখনের মতো অতিরিক্ত স্নেহ জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলতে হবে।

৫) সবুজ শাক-সব্জী, ফল, মাছ নিয়মিত খেতে হবে।

৬) দুধ বা দুগ্ধজাত খাবার নিয়মিত ডায়েটে রাখতে হবে।

৭) রক্তে বাড়তি ইনসুলিনের মাত্রা কমাতে হবে। অগ্নাশয়ে যতটা ইনসুলিন মজুত আছে তা যাতে সঠিক কাজ করে সেদিকে নজর রাখতে হবে। অহেতুক অগ্নাশয়কে উত্তেজিত করে ইনসুলিনের ভাড়ার ফাঁকা করে ফেলা চলবে না।

৮) ডায়াবেটিসের বহুল প্রচলিত ওষুধ মেটফরমিনের ক্যানসার প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।

৯) নিয়ম করে বিভিন্ন পরীক্ষা ও ক্যানসার নির্ণয়ের যে সব স্ক্রিনিং টেস্ট রয়েছে তা অন্তত বছরে একবার করতে হবে।

১০) খাদ্য তালিকায় নিয়মিত ভিটামিন বি ও ভিটামিন ডি সঠিক অনুপানে থাকতে হবে।

হেল্পলাইন : 7044788141
9830767035

এই সময়
সংবাদপত্র

Date: 04/02/2023

স্তন ক্যান্সার নির্ণয়ে ঘুরবে বাস – এইসময় 4 th Feb., 2023

স্তন ক্যান্সার নির্ণয়ে ঘুরবে বাস

এই সময়: স্তন ক্যান্সার নির্ণয়ের গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট ম্যামোগ্রাফি। কিন্তু সেই পরিষেবার সুযোগ জেলাস্তরে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে মেলে না বললেই চলে। সেই ঘাটতি মেটাতে এ বার জেলায় জেলায় ঘুরবে যন্ত্র-সহ একটি বাস। কেন্দ্রীয় সংস্থা চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের (সিএনসিআই) উদ্যোগে এই 'ক্যান্সার স্ক্রিনিং অন হুইলস' পরিষেবায় স্তন ক্যান্সার ধরার জন্যে হবে ম্যামোগ্রাফি পরীক্ষা। বাসে থাকবেন চিকিৎসক

সিএনসিআইয়ের উদ্যোগে 'ক্যান্সার স্ক্রিনিং অন হুইলস'-এ হবে ম্যামোগ্রাফি টেস্ট

উদ্যোগী সিএনসিআই

ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। আজ, শনিবার বিশ্ব ক্যান্সার দিবসে উদ্বোধন হচ্ছে বাসটির। আগামী কয়েক সপ্তাহ আপাতত কলকাতা লাগোয়া দুই ২৪ পরগনা ও হাওড়ার পর হুগলি ও পূর্ব মেদিনীপুরে যাবে বাসটি।

তবে বাসটি ঘুরে ঘুরে শিবির করার সময়ে শুধু স্তন ক্যান্সারই নয়, সার্ভাইক্যাল এবং ওরাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং নিয়েও কাজ করবে। বাসটির সঙ্গে থাকবেন চিকিৎসক, ম্যামোগ্রাফি টেকনোলজিস্ট এবং নার্স ও মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা। সিএনসিআই-এর রাজারহাট ক্যাম্পাসে আজ এই পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন হিডকো-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা নিউ টাউন কলকাতা ডেভলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারপার্সন দেবাশিস সেন। উপস্থিত থাকবেন সিএনসিআই-এর অধিকর্তা জয়ন্ত চক্রবর্তী, সুপার শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ। জয়ন্ত বলেন, 'ক্যান্সার স্ক্রিনিং আমাদের চলতেই থাকে। তাতে নতুন সংযোজন ম্যামোগ্রাফি অন হুইলস। কেননা, জেলাস্তরে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের মহিলারা বেশির ভাগই এই পরিষেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকেন।' তিনি জানান, এই স্ক্রিনিং হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

যদিও ম্যামোগ্রাফির চেয়েও 'সেল্ফ ব্রেস্ট এগজামিনেশনে'ই বেশি জোর দিচ্ছেন পিজি হাসপাতালের শল্য-চিকিৎসার শিক্ষক-চিকিৎসক তথা সেখানকার ব্রেস্ট ক্যান্সার সেন্টারের প্রধান দীপ্তেন্দ্র সরকার। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে যেহেতু ইউরোপ-আমেরিকার মতো ৫৫-৬০ বছর বয়সের পরে নয়, বরং ৩৫-৪০ বছর বয়সেও দেদার স্তন ক্যান্সার দেখা যায়, তাই নিজে থেকে স্তন পরীক্ষা করা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। কেননা, কম বয়সে স্তনের পেশির ঘন গড়নের জন্যে অনেক সময়েই ম্যামোগ্রাফিতে টিউমারের অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। অথচ সেল্ফ ব্রেস্ট এগজামিনেশনে তা ধরা পড়ে যায়।'

তাই পিজি-র তত্ত্বাবধানে ক্যান্সার স্ক্রিনিংয়ের এই পদ্ধতি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে স্বাস্থ্য দপ্তরও। ইতিমধ্যেই পাঁচটি জেলা—দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্যজেলা, ঝাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে স্তন ক্যান্সারের স্ক্রিনিংয়ের জন্যে আশা কর্মী-সহ মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচটি জেলার ক্ষেত্রে যথাক্রমে এসএসকেএম, ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজকে যুক্ত করা হয়েছে আউটডোর ও বায়োপসি পরীক্ষার জন্যে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, বিশ্ব ক্যান্সার দিবসের এ বছরের থিম হলো—'ফাঁক পূরণ করা'। সিএনসিআই হোক বা পিজি, সবাই সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে।

দৈনিক স্টেটসম্যান.

Date: 04/02/2023

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস – আনান্দবাজার পত্রিকা , 4th Feb., 2023

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে ভি কেয়ার ক্যান্সার সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যান্সার-জয়ীদের উদ্বুদ্ধ করতে উপস্থিত ছিলেন 'আরো এক পৃথিবী' ছবির কলাকুশলীরা। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিন, কৌশিক গাঙ্গুলি এবং পরিচালক অতনু ঘোষ। ছিলেন ডা. বিকাশ আগরওয়াল এবং বিভা আগরওয়াল।

একদিন

Date: 04/02/2023

ক্যান্সার জয়ীদের সঙ্গে ' আরও এক পৃথিবী ' – একদিন , 4th Feb., 2023

ক্যান্সার জয়ীদের সঙ্গে 'আরও এক পৃথিবী'

নিজস্ব প্রতিবেদন , কলকাতা: বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষ্যে ভি কেয়ার ক্যান্সার সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যান্সার-জয়ীদের উদ্বুদ্ধ করতে উপস্থিত ছিলেন 'আরও এক পৃথিবী' ছবির কলাকুশলীরা। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিন, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় এবং পরিচালক অতনু ঘোষ। ছিলেন ডা বিকাশ আগারওয়াল ও বিভা আগারওয়াল।

THE TIMES OF INDIA

Date: 04/02/2023

Cancer care on whee;s set to roll out today- The Times Of India, 4th Feb., 2023

Cancer care on wheels set to roll out today

Sumati.Yengkhom
@timesgroup.com

Kolkata: A mobile breast cancer screening unit on wheels will roll out from the Rajarhat campus of Chittaranjan National Cancer Institute (CNCI) on Saturday. The mammography facility's flag-off coincides with the World Cancer Day. Health experts said breast cancer is the leading cancer among women and early detection is the key to good treatment outcome.

TOI

The unit will be rolled out from CNCI Rajarhat campus

The mobile unit is equipped with the latest in advanced imaging technology capable of taking multiple X-rays of breast tissues to recreate a 3D imaging of the breast. With trained manpower to handle the machines, the bus will travel across the state, including Kolkata, to offer free screening to detect breast cancer or pick up its early signs.

TIMES VIEW: Many cancers can be cured, and at a lower cost, if detected early. Initiatives like this will help in reducing some of the physical, psychological and financial trauma that so many families go through.

"The bus is well-equipped with latest imaging machines to offer screening at doorstep where women do not need to visit hospitals or diagnostic centres for a mammography," said a CNCI source.

The initial plan is to hold about two camps a week with a target to cover about 20 screenings a day.

"Early detection can make a lot of difference in breast cancer treatment outcome," said Syamsundar Mandal, former head at department of epidemiology and biostatistics, CNCI.

Debashis Sen, MD of WBHIDCO, who is also the chairman NKDA, will inaugurate it in presence of CNCI director Jayanta Chakrabarti and the institute's medical super Sankar Sengupta.

Date: 04/02/2023

ক্যানসার মানেই মৃত্যু নয় – প্রতিদিন 4th Feb., 2023

যোগ-বিয়োগে জীবনযাপন- প্রতিদিন 4th Feb., 2023

ভালো থাকা
WORLD CANCER DAY

ক্যানসার মানেই মৃত্যু নয়

ডা. সঞ্জয় রায়
অঙ্কোলজিস্ট, রুবি ক্যানসার সেন্টার

ক্যানসার মানেই এখন আর মৃত্যুর অপেক্ষা নয়। ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর ধারণা, এই রোগ শরীরে বাসা বাঁধার অর্থ জীবনের শেষের দিন ঘনিয়ে আসা। বর্তমানে সেই ধারণা কিছুটা হলেও ভুল। তার পিছনে অনেক যুক্তি রয়েছে। সঠিক, আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসার সুবাদে রোগীরা অনেকেই দীর্ঘমেয়াদী স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন। সঙ্গে প্রয়োজন রোগীর মনোবল বৃদ্ধি করা।

২০২৩ সালের বিশ্ব ক্যানসার দিবসের স্লোগান হল 'ক্লোজ দ্য কেয়ার গ্যাপ'। অর্থাৎ সময় মতো সবার কাছে ক্যানসার কেয়ার পৌঁছে দেওয়া। বর্তমানে ক্যানসার নিয়ে পড়াশোনা, পর্যবেক্ষণ, সচেতনতা একটু হলেও বেড়েছে। ফলে রোগ সম্পর্কে ভয় ও প্যানিক ধীরে ধীরে কমছে। রোগ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে বোঝা গেলে নিরাময় সম্ভব এবং দুর্ভাগ্যবশত দেরি হলেও নানা অত্যাধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে দীর্ঘদিন সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব। উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপাতি, চিকিৎসকের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান, প্যারামেডিক্যাল স্টাফদের সহযোগিতা সর্বোপরি সরকার ও মিডিয়া কর্তৃক সচেতনতা ও প্রচার বৃদ্ধি হওয়ায় সাধারণ মানুষ ও ক্যানসার আক্রান্ত রোগীরা খুব সহজেই হাল ছেড়ে না দিয়ে এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছেন।

ক্যানসার নিয়েও মূলস্রোতে আসা সম্ভব

শরীরের বিশেষ কিছু স্থানে ক্যানসারের প্রকোপ বাড়লেও চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে।

■ **ওভারিয়ান ক্যানসার:** এই ক্যানসার বৃদ্ধির হার এখন ঊর্ধ্বমুখী। একবার নির্মূল হওয়ার পর চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকলে আবার ফিরে আসে, তখন তাকে চিকিৎসার মারফত আটকে রাখতে হয় যাতে জীবাণু আবার ছড়িয়ে না পড়ে। পূর্বে সীমিত কিছু ওষুধ ও কেমোথেরাপিই ভরসা ছিল। এই রোগ শরীরে বাসা বাঁধলে মেয়েরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ক্যানসার শেষ পর্যায়ে ধরা পড়লে তার জীবাণু থেকেই যায়। চিকিৎসার মাধ্যমে একে সঙ্গে করেই জীবনের পথ চলতে হয়। কিন্তু এখন কেমোথেরাপির সঙ্গে বায়োলজিক্যাল থেরাপি অর্থাৎ ওরাল ওষুধ, টার্গেটেড ও ইমিউনো থেরাপি, পার্প ইনহিবিটর, অ্যান্টি ভিজিএএফ থেরাপি প্রভৃতি সারিবদ্ধভাবে কিছু উন্নত প্রযুক্তির থেরাপি চালু হওয়ায় ওভারিয়ান ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর স্বাভাবিক জীবনের সময়সীমা বাড়ানো যাচ্ছে।

■ **সার্ভাইক্যাল ক্যানসার।** সার্ভাইক্যাল স্ক্রিনিং ও সার্ভাইক্যাল ক্যানসারের প্রতিষেধক নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে, ফলে এই ক্যানসার ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে। ১৫ বছর বয়সের পরে এই প্রতিষেধক নিলে HPV ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ও ক্যানসারের ঝুঁকি অনেক কমে। সার্ভাইক্যাল ক্যানসারের ক্ষেত্রে রেডিয়েশন ও অপারেশনই চিকিৎসার অন্যতম পথ। ক্যানসার অন্য কোনও অঙ্গে ছড়িয়ে পড়লে কেমোথেরাপির সাহায্য নেওয়া হয়।

■ **ব্রেস্ট ক্যানসার:** প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে সার্জারি, কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন এবং হরমোন থেরাপির মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবন ছন্দে রোগী ফিরতে পারে। চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে ধরা পড়লে সাধারণত কেমোথেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা হয়। রোগী প্রথম ধাপে সুস্থ হলেও তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা উচিত। প্রথম পর্যায়ে ধরা পড়লে দ্রুত রোগ নির্মূল হয়।

■ **কোলন ক্যানসার:** ক্যানসার প্রথম থেকে তৃতীয় পর্যায়ের মধ্যে থাকলে অপারেশন ও কেমোথেরাপি ভাল কাজ দেয়। পরবর্তীতে ক্যানসারের জীবাণু ফিরে এলে টার্গেট থেরাপি ও ইমিউনো থেরাপি রোগকে প্রশমিত রাখতে সাহায্য করে।

■ **ব্লাড ক্যানসার:** এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া জাতীয় ব্লাড ক্যানসারে শিশুরা বেশি আক্রান্ত হয়। যেখানে রক্ত ও বোন ম্যারো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে শ্বেতকণিকাকে প্রভাবিত করে। অ্যাকিউট ম্যায়েলয়েড লিউকেমিয়া জাতীয় ব্লাড ক্যানসারের পূর্বাভাস ভাল নয়। এক্ষেত্রে কেমো থেরাপি ও বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করে রোগীর প্রাণ রক্ষা করা হয়। তাছাড়া টার্গেটেড ও ইমিউনো থেরাপির প্রয়োগও হয়ে থাকে। যার দ্বারা ব্লাড ক্যানসারকে কিছুটা বাগে আনা সম্ভব।

■ **ফুসফুসে ক্যানসার:** প্রথমে সামান্য উপসর্গেই ধরা পড়লে স্টিরিওট্যাকটিক বডি রেডিয়েশন থেরাপি বা সার্জারির মাধ্যমে ক্যানসার কোষকে নিরাময় করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে কেমোথেরাপি ও রেডিয়েশন দ্বারা সুস্থ করে তোলা সম্ভব। এইক্ষেত্রে টিউমারে কেমো ও রেডিয়োথেরাপি একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়। আধুনিক রেডিওথেরাপিতে হার্ট এবং সুস্থ ফুসফুসের উপরে খারাপ প্রভাব কম পড়ে। ফুসফুস ক্যানসারের চতুর্থ পর্যায়ে ইমিউনো থেরাপির ফলাফল এখন যথেষ্ট আশাপ্রদ। প্রধানত মহিলারা যাঁরা ধূমপান না করেও ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কিছু জেনেটিক মিউটেশন দেখা যায়, যার ফলে ওরাল ওষুধের দ্বারা বাড়িতে বসে ক্যানসারের চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছে। কিডনি বা রেনাল ক্যানসারের ক্ষেত্রেও ওরাল ট্যাবলেটের দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। যার ফলে রোগীকে সুস্থ জীবনদান সম্ভব।

মনোবলও ওষুধের মতোই কাজ করে

ক্যানসার চিকিৎসায় প্রথম থেকেই রোগীর মনোবল বাড়ানো ভীষণ জরুরি। মানসিকভাবে ভেঙে পড়লে চিকিৎসায় সাড়া মিলতে বিলম্ব হয়। চিকিৎসকের সঙ্গে পরিবারের সকলের থেকে পর্যাপ্ত যত্ন, সেবা, ভালবাসা দরকার। সবাইকে পাশে দাঁড়াতে হবে। বন্ধনে আবদ্ধ রাখলে ক্যানসার আক্রান্তরা সহজেই মূলস্রোতে ফিরে যায়।

যোগ-বিয়োগে জীবনযাপন

ডা. অর্ণব গুপ্ত
ক্যানসার সার্জন, সরোজ গুপ্ত ক্যানসার সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট

এখন বদলেছে অনেক কিছুই। ক্যানসারের ধরন পাল্টানোর সঙ্গে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও নানা পরিবর্তন এসেছে, ভবিষ্যতে আরও হবে। কিন্তু ক্যানসারের কারণ অনেক ক্ষেত্রেই আজও পরিষ্কার নয়। তবে ৫০-৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে কারণ জানা যায়। যার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী জীবনযাপন।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকরা প্রায় ৪০ হাজার জনের উপর ২৬ বছর ধরে সমীক্ষা চালিয়েছেন। তথ্য মিলেছে, খাদ্যাভ্যাস ঠিক রাখলে আর জীবনযাপন স্বাভাবিক থাকলে ক্যানসারের ঝুঁকি ৬৭ শতাংশ কমে। তাই লাইফস্টাইল ঠিক রাখা কতটা জরুরি সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

পরিবর্তনে দূরে ক্যানসার

প্রথমত, ক্যানসারের অন্যতম কারণ হল তামাক। এই জাতীয় দ্রব্য সেবন বন্ধ করা মানে ক্যানসার থেকে অনেকটাই দূরে থাকা। সিগারেট, বিড়ি, জোর্দা, খৈনি, গুড়াকুর নেশা মারাত্মক। ৩০-৪০ শতাংশ ক্যানসারের অন্যতম কারণ। খাদ্যনালি, পাকস্থলী, মুখগহ্বর, মূত্রথলির ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়ায় তামাক। এই নেশা ছাড়ুন।

দ্বিতীয়ত, মদ্যপান ক্যানসার ডেকে আনে। নিয়মিত মদ্যপান খারাপ। আর মদের সঙ্গে ধূমপান আরও মারাত্মক।

তৃতীয়ত, ওজন কমানো দরকার। ওজন বেশি থাকলে একাধিক রোগের পাশাপাশি ক্যানসারের ঝুঁকিও বাড়ে। তাদেরই স্তন, কোলোরেক্টাল ক্যানসারের প্রবণতা বেশি যাদের শরীরে মেদের আধিক্য রয়েছে। আবার বেশি রোগাও ভাল নয়। পুষ্টির অভাবেও শরীরে মারণ রোগ বাসা বাঁধতে পারে।

চতুর্থত, নিত্য এক্সারসাইজ করা জরুরি। রোজের শত ব্যস্ততাতেও নিজের জন্য সময় রাখতে হবে। সকালে উঠে অন্তত ৩০ মিনিট এক্সারসাইজ, হাঁটাহাঁটি করা জরুরি। শরীরকে যত চালনা করবেন শরীর তত ভাল থাকবে।

পঞ্চমত, বেশি রোদে ঘোরা বা থাকা একেবারেই ভাল নয়। বিশেষত যাদের রং বেশি ফর্সা তাদের অতিরিক্ত রোদে থাকার অভ্যাস ত্বকের ক্যানসার ডেকে আনতে পারে।

ষষ্ঠত, অতিরিক্ত দূষণও ফুসফুস ক্যানসারের কারণ। তাই যাঁরা সারাদিন বাইরে, ধুলো, ধোঁয়ার মধ্যে কাজ করেন বা দূষিত কেমিক্যাল পরিবেষ্টিত পরিবেশে থাকতে হয় তাঁদের মাস্ক ব্যবহার জরুরি।

সপ্তমত, মহিলাদের ক্যানসারের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জরায়ুমুখের ক্যানসার। এটা ভাইরাসঘটিত ক্যানসার। তাই সেক্সুয়াল অ্যাকটিভিটি শুরুর আগে সার্ভাইক্যাল ক্যানসারের প্রতিষেধক বা টিকা (এইচপিভি) নেওয়া আবশ্যক।

অষ্টমত, কন্ট্রাসেপটিভ পিল বেশি নেওয়া ঠিক নয়।

নবমত, মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার খারাপ। মাথার কাছে ফোন নিয়ে শোয়া একেবারেই উচিত নয়। রেডিয়েশন খুব ক্ষতিকারক।

কী খাচ্ছেন, সেটা জরুরি

খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে ক্যানসারের সম্পর্ক সরাসরি। কিছু খাবার যেমন ক্যানসার ডেকে আনে, কিছু আবার ক্যানসার কোষকে ধ্বংস করতেও সহায়ক। তাই রোজের ডায়েটে খারাপ জিনিস বাদ দেওয়ার সঙ্গে কিছু সুখাদ্য যুক্তও করতে হবে। তাহলেই ক্যানসারকে অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

খাবেন না

- বেশি চর্বিজাতীয় খাবার একেবারেই নয়। এ থেকে স্তন ও কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে।
- প্রিজার্ভড ফুড বা প্যাকেটজাত খাবার মারাত্মক। আর্টিফিশিয়াল প্রিজারভেটিভ বা কেমিক্যাল দেওয়া থাকে এই খাবারগুলিতে, যা পাকস্থলীর ক্যানসার ডেকে আনে।
- ফাংগাস যুক্ত খাবার ক্ষতিকারক। অনেকসময় দীর্ঘদিন বিভিন্ন শস্যজাতীয় উপাদান, শুকনো খাবার স্টোর করে রাখলে বা ফ্রিজে দীর্ঘদিন রেখে দিলে তাতে খুব ছোট ছোট ফাংগাস জন্মায় তাতে। সেগুলি চোখে দেখা যায় না।

এরপর আটের পাতায়

Date: 04/02/2023

Cont.. যোগ-বিয়োগে জীবনযাপন- প্রতিদিন 4th Feb., 2023

সব টিউমার ভয়ের নয় - প্রতিদিন 4th Feb., 2023

টিউমার মানেই ক্যানসার এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল ছোটদের মধ্যে ব্রেন ক্যানসারের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। আবার এটাও মনে রাখতে হবে, কোনও রোগকেই পুষে রাখতে নেই।

০-১৫ বছরের মধ্যে থাকা বাচ্চাদের ক্যানসার কম হলেও শুরুতেই তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করে চিকিৎসা করলে ক্যানসারও কমে।

আমাদের তথ্য বলছে, প্রতি এক লাখ বাচ্চার মধ্যে ৩ জনের ক্যানসার হয়। আবার এটাও ঘটনা যে, ১৫ বছরের মধ্যে থাকা বাচ্চাদের ২০ শতাংশ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের টিউমার থাকে। ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলি। বেশ কয়েক বছর আগের কথা, বছর দশেকের একটি ছেলে এল। তার মায়ের কথায়, স্কুলে হঠাৎ বমি। তারপরেই খিঁচুনি শুরু হয়। স্থানীয় ডাক্তারকে দেখিয়ে দ্রুত বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ক'দিন পর ফের একই অবস্থা। এবার চোখ ঝাপসা।

ডা. শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল
অঙ্কোলজিস্ট
এনআরএস হাসপাতাল

এনআরএস হাসপাতালের অঙ্কোলজি বিভাগে নিয়ে আসা হল। পরীক্ষা করে দেখা গেল, গুরুমস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থির মধ্যে টিউমার। ফলে ঝাপসা দেখা, বমি এবং শরীরের কোনও একটি অঙ্গ অচল হয়ে গেছে। অস্ত্রোপচারের পরে থেরাপি করে সেই ছেলেটিকে সুস্থ করা হয়। রাজ্যের প্রায় সব মেডিক্যাল কলেজের নিউরোলজি বিভাগে এই চিকিৎসা সম্ভব। সফল নিউরোসার্জারির পর নির্দিষ্ট সময়ান্তরে থেরাপি দিলেই রোগমুক্তি।

সব টিউমার যেমন ক্যানসার নয়-তেমনই বাচ্চাদের চোখের মণির মধ্যে এক ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। 'রেটিনোব্লাস্টোমা'-এক

সব টিউমার ভয়ের নয়

ধরনের ক্যানসার। এতেও ভয় নেই। অস্ত্রোপচার করে চিকিৎসা করলেই দ্রুত সুস্থ হয় বাচ্চারা। এনআরএস তো বটেই, সব সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এই চিকিৎসা সম্ভব।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের তথ্য দেখে বলা যায়, ১১.৪-২০.১ শতাংশ বাচ্চার ব্রেন টিউমার হয়। তবে বেশিরভাগই বিনাইন। ক্যানসার বলা যায় না।

বাচ্চাদের মধ্যে মূলত তিন ধরনের ব্রেন ক্যানসার দেখা যায়। প্রথমেই মেডুলোব্লাস্টোমা, পিএনএস লিম্ফোমা, অ্যাস্ট্রোসাইটোমা। এই তিন ধরনের ক্যানসার প্রথমেই ধরা পড়লে চিকিৎসা করলে কমে যায়। মনে রাখতে হবে সারাদিনের মধ্যে বাচ্চা কয়েক ঘণ্টা স্কুলে বা খেলতে যায়। বাকি সময় বাড়িতে মা-বাবার সঙ্গে থাকে। তাই বাচ্চার ব্যবহারে কোনও পরিবর্তন, অথবা স্কুলে যাওয়ায় খিটখিটে মেজাজ বা যেকোনও সমস্যা দেখা দিলে আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে 'দ্রুত রোগ নির্ণয় নিরাময়ের প্রথম ধাপ।'

ঋতোদ ভট্টাচার্য

सन्मार्ग
खबरें अनेक सच्चाई एक
sanmarg.in

Date: 04/02/2023

मधुमेह और कैंसर के बीच गहरा संबंध है !

डॉ आशीष मित्रा
एमडी (मेडिसिन); एमआरसीपी (इंग्लैंड); एमआरसीपी (आयरलैंड)
मधुमेह विशेषज्ञ

मोटापा हमारे जीवन में ढेर सारी असुविधा बुलाती है। बहुत सारे शोध के बाद यह साबित हुआ है कि मोटापा से जुड़ी हुई मधुमेह के जीवन में कैंसर की भयानक अध्याय की शुरुवात करता है। इसी हिसाब से मोटापा जिंदगी में एक श्राप जैसा है। तभी मधुमेह मोटापा और कैंसर का गहरा संबंध साबित होता है।

यह बात भी सिद्ध हो चुकी है कि यदि मधुमेह लंबे समय तक अनियंत्रित रहे तो यह कैंसर के छापामार हमले का कारण बन सकता है। हमारे देश में टाइप 2 मधुमेह के मरीजों की संख्या बहुत अधिक है। इस प्रकार के मधुमेह के मुख्य कारणों में से एक मोटापा है। विशेष रूप से, अधिक मोटापा या पेट की चर्बी में वृद्धि। और प्रोस्टेट, कोलन, ब्रेस्ट, गर्भाशय, किडनी, अंडाशय, अग्न्याशय, यकृत और पेट के कैंसर के परिणामस्वरूप मोटापे के कई लक्षण हैं। इसलिए, वे मधुमेह रोगी जो मोटे हैं और कई प्रयासों के बावजूद अपना वजन कम नहीं कर पा रहे हैं, उनमें उपरोक्त कैंसर विकसित होने का खतरा है। इन जोखिमों के कारण, मधुमेह को केवल जीवनशैली विकार के रूप में खारिज करना गलत होगा। इसलिए यह बिना कहे चला जाता है कि शीर्षक केवल एक आश्चर्य के लिए नहीं है।

लेकिन मान लीजिए जिन्हें मधुमेह है लेकिन वे मोटे नहीं हैं उन्हें भी कैंसर हो सकता है? सवाल उठना स्वाभाविक है। बेशक आप संक्रमित हो सकते हैं। जोखिम कारक चिकित्सा शर्तों में रहते हैं। केवल लंबे समय तक मधुमेह से लीवर, अग्न्याशय, स्तन, मलाशय, मूत्राशय और पेट के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। यदि आपको कैंसर का पता चलता है तो मधुमेह को नियंत्रण में रखना भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है। तब इंसुलिन के अलावा अन्य दवाएं काम नहीं करना चाहतीं। और चूंकि कैंसर और मधुमेह के कारण शारीरिक पीड़ा अधिक है, इसलिए मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। इसलिए, यदि मधुमेह रोगियों को कैंसर का निदान किया जाता है, तो मृत्यु का खतरा होता है।

इसलिए अगर आपको मधुमेह है तो कैंसर के खतरे को कम करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होना चाहिए। हालांकि, अगर इन सभी मानक नियमों का पालन किया जाता है, तो शोधकर्ताओं के अनुसार कैंसर के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना संभव है।

1) यदि मधुमेह का निदान किया जाता है, तो उचित आहार और शारीरिक व्यायाम के माध्यम से पेट की चर्बी को कम करना चाहिए। कैंसर के खतरे को कम करने के लिए शरीर के वजन को कम से कम 15 से 20 प्रतिशत तक कम करना चाहिए।
2) धूम्रपान और शराब का सेवन पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए।
3) नियमित व्यायाम करें। रोजाना कम से कम नियमित रूप से 30 से 45 मिनट टहलें।
4) रेड मीट, तेल, घी, मक्खन आदि से परहेज करना चाहिए।
5) हरी सब्जियां, फल, मछली नियमित रूप से खानी चाहिए।
6) दूध या दुग्ध उत्पादों को नियमित आहार में रखना चाहिए।
7) रक्त में अतिरिक्त इंसुलिन का स्तर कम होना चाहिए। अग्न्याशय में संग्रहीत इंसुलिन की मात्रा की निगरानी की जानी चाहिए ताकि यह ठीक से काम करे। इंसुलिन की आपूर्ति को खाली करने के लिए अग्न्याशय को अनावश्यक रूप से उत्तेजित न करें।
8) व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली मधुमेह की दवा मेटफॉर्मिन में कैंसर रोधी गुण होते हैं।
9) कैंसर स्क्रीनिंग के लिए सभी स्क्रीनिंग टेस्ट साल में कम से कम एक बार किए जाने चाहिए।
10) आहार में विटामिन बी और विटामिन डी उचित अनुपात में होना चाहिए।

हेल्पलाइन:
9830053193 /9830767035

सन्मार्ग
खबरें अनेक सच्चाई एक
sanmarg.in

Date: 04/02/2023

आज विश्व कैंसर दिवस

महानगर में बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले, सावधान रहने की जरूरत

विश्व कैंसर दिवस पर विशेष

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : स्वास्थ्य क्षेत्र में बीते 2 साल का समय पूरी दुनिया के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में कोविड महामारी की चपेट में लाखोंलोग आए, जिसके चलते हजारों अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। कोलकाता के जानेमाने अस्पतालों के कैंसर स्पेशियलिस्ट डॉक्टरों का कहना है कि महानगर में भी कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण और बदलते पर्यावरण के कारण आए दिन, तरह-तरह की नई बीमारियां लोगों को अपना शिकार बना रही हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों में काफी डर बना हुआ है। इन्हीं खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी है कैंसर। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो कोलकाता में भी काफी तादात में इसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि समय रहते अगर इलाज शुरू हो तो इससे निजात मिल सकता है। इसके लिए रूटीन चेक अप कराने की जरूरत है। एक सर्वे की माने तो दुनिया के 20 फीसदी कैंसर मरीज भारत में ही हैं। इस बीमारी के कारण दुनियाभर में हर साल 75,000 हजार लोगों की जान जाती है। भारत में हर घंटे में 159 लोगों की मौत कैंसर से होती है। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2020 में करीब 14 लाख लोगों की कैंसर से मौत हुई। कैंसर के मरीजों की संख्या में हर साल 12.8 फीसदी की बढ़ोतरी हो रही है।

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

वजन पर दें ध्यान : एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आपका वजन अचानक घट रहा है तो सावधान रहें। यह कैंसर का लक्षण हो सकता है। अचानक वजन घटना पेट, पैनक्रियाज, एसोफैगस और फेफड़ों को प्रभावित करने वाले कैंसर के संकेत हो सकते हैं।

खांसी को न करें नजरअंदाज : खांसी ऐसी समस्या है जो लोगों को बीच-बीच में होती रहती है। खांसी आमतौर पर वायरल इंफेक्शन, अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से होती है। लेकिन खांसी लगातार रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। यह फेफड़ों के कैंसर का लक्षण हो सकता है।

आंखों में होने वाले इन बदलावों पर दें ध्यान : अगर आपकी आंखों में लगातार बदलाव आ रहा है तो यह कैंसर का लक्षण हो सकता है। आंख कैंसर में मरीज को बार-बार पेशाब लगता है। पेशाब के साथ कई बार खून भी आता है। ऐसे में आपको इस लक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए।

शरीर के रंग में बदलाव : अगर आपका रंग बदल रहा है तो यह मेलेनोमा का संकेत हो सकता है, जो त्वचा कैंसर की सबसे बड़ी वजह है।

बचाव कैंसर से बचाव के उपाय आसान हैं। इसके लिए धूम्रपान, तम्बाकू, सुपारी, पान, मसाला, गुटका, शराब आदि का सेवन न करें। विटामिन युक्त और रेशे वाला (हरी सब्जी, फल, अनाज, दाले) पौष्टिक भोजन खायें। कीटनाशक एवं खाद्य संरक्षण रसायणों से युक्त भोजन धोकर खायें।

स्क्रीनिंग टेस्ट : नियमित रूप से स्क्रीनिंग टेस्ट कराने से स्तन, गर्भाशय ग्रीवा और कोलोरेक्टल (कोलन) कैंसर का जल्दी पता चल सकता है, जब उपचार के सबसे अच्छे काम करने की संभावना होती है। उच्च जोखिम वाले कुछ लोगों के लिए फेफड़ों के कैंसर की जांच की सिफारिश की जाती है। इसके अलावा कोई भी समस्या हो, डॉक्टरों को सलाह जरूर लें।

सन्मार्ग
खबरें अनेक सच्चाई एक
sanmarg.in

Date: 04/02/2023

कैंसर पर विजय अब सच्चाई है

कैन्सर पर विजय अब सचाई है यह बात उन हजारों लोगों को अच्छी तरह पता है जिन्होंने कैन्सर के साथ मौत की आहट सुनी थी, पर अब कैन्सर पर विजय प्राप्त कर सामान्य व स्वस्थ जीवन में कर रहे हैं। 55 बर्षों से डी. एस. रिसर्च सेन्टर की प्राचीन आयुर्वेद पर आधारित पोषक ऊर्जा चिकित्सा अनेक कैन्सर रोगियों के लिए वरदान रही है। मानवीय भोज्य पदार्थों से प्राप्त पोषक उर्जा सामान्य कोशिकाओं को कैन्सर सोशिकाओं के समक्ष मजबूती से खड़ा करती है और उनके बढ़ाव की प्रक्रिया को बिना किसी दुष्प्रभाव के समाप्त करती है। जीवन शैली व खानपान में उचित परिवर्तन के साथ पोषक ऊर्जा चिकित्सा ने उम्मीद की एक नयी किरण है। डी. एस. रिसर्च सेन्टर के अनुभवी आयुर्वेदा- व डायटिशीयन कैन्सर विजय के इस संघर्ष में आपके साथ है। चिकित्सा सम्बन्धी जानकारी के लिए फोन करें 8130594141.

अर्घना सेनगुप्ता
कल्याणी, पश्चिम बंगाल
हांजकिंस लिम्फोमा

सुधीर कुमार बाला
मेदिनीपुर
यूरिनरी ब्लाडर कैंसर

रत्ना चैटर्जी
न्यू अलीपुर, कोलकाता
इसोफेगस कैंसर

प्रशांत लकड़ा
दिल्ली
एस्ट्रोस्टोमा

आयुर्वेद रोक सकता है कैन्सर का बढ़ाव

आयुर्वेद के अनुसार कैन्सर के सेल हमारे शरीर में हमेशा मौजूद रहते हैं। आयुर्वेद के पास अनोखी दृष्टि और तकनीक है जिसके चलते मानवशरीर में कैन्सर सेल को रोका जा सकता है। प्राचीन काल में भी कैन्सर की पहचान करके उसके इलाज की बातें दस्तावेजों में देखी जा सकती हैं। 'चरक संहिता' और 'संहिता' में बड़े ट्यूमर को 'अर्बुद' और छोटेको 'ग्रन्थि' का नाम दिया गया है और कैन्सरयुक्त ट्यूमर को 'त्रिदोसज' और 'सन्निपातज' कहा गया है। इस प्रसंग में रोचक बात यह कि ट्यूमर ग्रोथ की तकनीक के बारे में आयुर्वेद में कही गयी बातों और आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में काफी समानता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के प्राकृतिक संतुलन के बिगडने से जो शारीरिक प्रतिक्रिया (प्रत्याहार) होती है उसी से कैन्सर जन्म लेता। जब अशुद्धता और विषैलापन हमारे तंत्र में बढ़ने लगता है तो दोष - सन्तुलन बिगड जाता है और हमारे सामने कैन्सर अपना रूप दिखाने लगता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य किसी बीमारी के प्रमुख कारण का पता लगाने का होता है और (इस विषय में आयुर्वेद ने चार प्रकार बताये हैं - प्रकृति स्थापनी (स्वास्थ्य - संतुलन), रसायन चिकित्सा (सामान्य संचालन में सुधार), रोगनाशनी चिकित्सा (रोग उन्मूलन) और मनोबल की चिकित्सा (आध्यात्म का सहारा)। पूरी दुनिया कैन्सर से छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेद की ओर आंखें लगाये हुए है। आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए ! अपनी दुनिया को कैन्सर से बचा ले।

डॉ. अनिर्वाण भट्टाचार्या
बीएएमएस (कल) आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदरत्न
डीएस रिसर्च सेंटर।

The Telegraph

Date: 04/02/2023

Are you safe from Gynaecological Cancers ? – The Telegraph, 4th Feb., 2023

Are you safe from Gynaecological Cancers ?

Dr. Amit Mandal
MS , DNB (Gynae & Obs), MCh (Gynaecologic Oncology, AIIMS – New Delhi)
Consultant Gynae Onco Surgeon,
Peerless Hospital

Prevention has a key role in gynaecological cancers. In women, cervical cancer is the second most common cancer in India after breast cancer. Symptoms usually include foul smelling discharge per vagina, irregular vaginal bleeding, post coital vaginal bleeding and sometimes bleeding between menstrual cycles. In advanced stage of this disease, survival rate dramatically decreases with increase in complexity of the treatment. In addition, quality of life of the survivors are greatly affected. More than 90% of cervical cancer cases are due to human papilloma virus. This life threatening disease is almost entirely preventable with routine screening tests like HPV test, PAP smear and HPV vaccination. Abnormal results in PAP smear and HPV test often require colposcopy – a simple painless outdoor procedure. HPV vaccine not only protect against cervical cancer but also against anal, vulval, vaginal, oropharyngeal and some head and neck cancers. The vaccine is also effective for preventing the precursor lesions which can progress to cancer. This vaccine is recommended for girls aged 9 – 45 years

However, women with ovarian cancer are generally asymptomatic or present with vague symptoms like bloating, dyspepsia, urinary frequency – which are ignored by us. Few types of ovarian cancer can also present with bleeding per vagina, hirsutism (excessive hair growth). Mostly ovarian cancers are diagnosed when they are advanced. But there is no established screening for ovarian cancers. Yet hereditary ovarian cancers can be prevented with some established tests (genetic testing) and treatments which also helps in reducing incidence of breast cancer.

Often ignoring bleeding in post-menopausal women is a common scenario seen in our country. But post-menopausal bleeding must be evaluated. As this could be due to cervical cancer or endometrial cancer. Although there is no established screening for endometrial cancer, however susceptible relatives of genetically acquired endometrial cancers can go for screening for prevention of some other types of cancer like colon cancer.

So, if anyone is having family history of gynaecological cancer or having any of the above symptoms, a consultation with gynae-oncologist is absolutely necessary. Even if a lady does not have a family history is advised screening and vaccination after consultation with a gynae-oncologist because life is one and we cannot take a chance.

The Telegraph

Date: 04/02/2023

Urological cancers have higher early detection and better cure rates- The Telegraph, 4th Feb., 2023

Urological cancers have higher early detection and better cure rates

Dr Rajendra Prasad Ray,
MBBS, MS, DNB MCh Urology
Consultant Urologist, Uro-oncologist and Laparoscopic Surgeon,
Peerless Hospital

Cancer is not only a major public health menace and a leading cause of premature death, but it also takes a severe toll on the finances as well. A silver lining is that Urological cancers, that is, cancers affecting the Kidneys, Bladder, Prostate, Urethra, Penis or Testis are relatively better prognostically with greater survival rates.

And how is that possible ?

Detection of any tumor at its early stage can give us hope and opportunity to eliminate the cancer entirely from the body.

As the urinary system is closely knit, and urine flows nearly throughout the same, blood in urine is a very common and often early symptom for most of these tumors, which can be easily detected by the patient himself or herself.

Prostate Cancer offers a scope for screening via the inexpensive PSA test, which is quite sensitive for the detection of early stage Tumors. Likewise, CT Scans and MRIs are very sensitive imaging modalities in identifying most urological malignancies.

Cystoscopy is a basic non-invasive diagnostic tool which visualises the entire urinary system, allowing the identification of even the tiniest urothelial cancers.

Minimally-invasive surgeries, be it TURBT, Laparoscopic Radical Nephrectomy, Laparoscopic Cystectomy or Laparoscopic Prostatectomy, have revolutionized the management of deadly tumors, being associated with very low morbidity, early recovery, much less procedure-related pain, and lower overall costs. Robotic surgery is coming up in a big way in complex cancer management, allowing us to access and dissect out even the most difficult or inaccessible of tumors.

Advancements in Radiation and Chemotherapy helps us in the effective control of advanced urological cancers, and overall they make cancer-free survival and cure more likely in low-stage urological cancers, bringing smile to the patients. Emphasis should be given to early detection through urological consultations even if symptoms are not there to rule out the possibility of having cancer, if one has a family history. Finally, should one have any kind of symptoms then one should not ignore the same but opt for immediate medical evaluation.

The Telegraph

Date: 04/02/2023

Prevent Cancer Make Healthy Lifestyle Choices- The Telegraph, 4th Feb., 2023

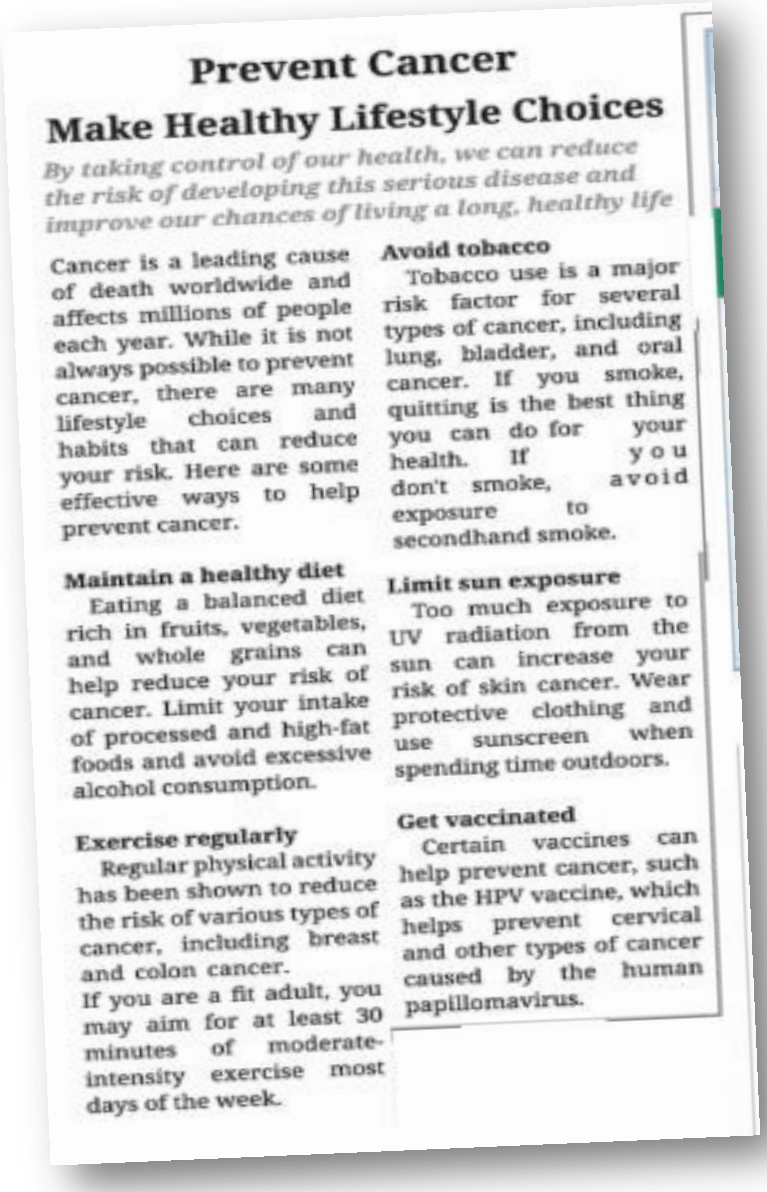

Prevent Cancer

Make Healthy Lifestyle Choices

By taking control of our health, we can reduce the risk of developing this serious disease and improve our chances of living a long, healthy life

Cancer is a leading cause of death worldwide and affects millions of people each year. While it is not always possible to prevent cancer, there are many lifestyle choices and habits that can reduce your risk. Here are some effective ways to help prevent cancer.

Maintain a healthy diet

Eating a balanced diet rich in fruits, vegetables, and whole grains can help reduce your risk of cancer. Limit your intake of processed and high-fat foods and avoid excessive alcohol consumption.

Exercise regularly

Regular physical activity has been shown to reduce the risk of various types of cancer, including breast and colon cancer.

If you are a fit adult, you may aim for at least 30 minutes of moderate-intensity exercise most days of the week.

Avoid tobacco

Tobacco use is a major risk factor for several types of cancer, including lung, bladder, and oral cancer. If you smoke, quitting is the best thing you can do for your health. If you don't smoke, avoid exposure to secondhand smoke.

Limit sun exposure

Too much exposure to UV radiation from the sun can increase your risk of skin cancer. Wear protective clothing and use sunscreen when spending time outdoors.

Get vaccinated

Certain vaccines can help prevent cancer, such as the HPV vaccine, which helps prevent cervical and other types of cancer caused by the human papillomavirus.

The Statesman

Date: 04/02/2023

Cancer awareness – The statesman, 4th Feb., 2023

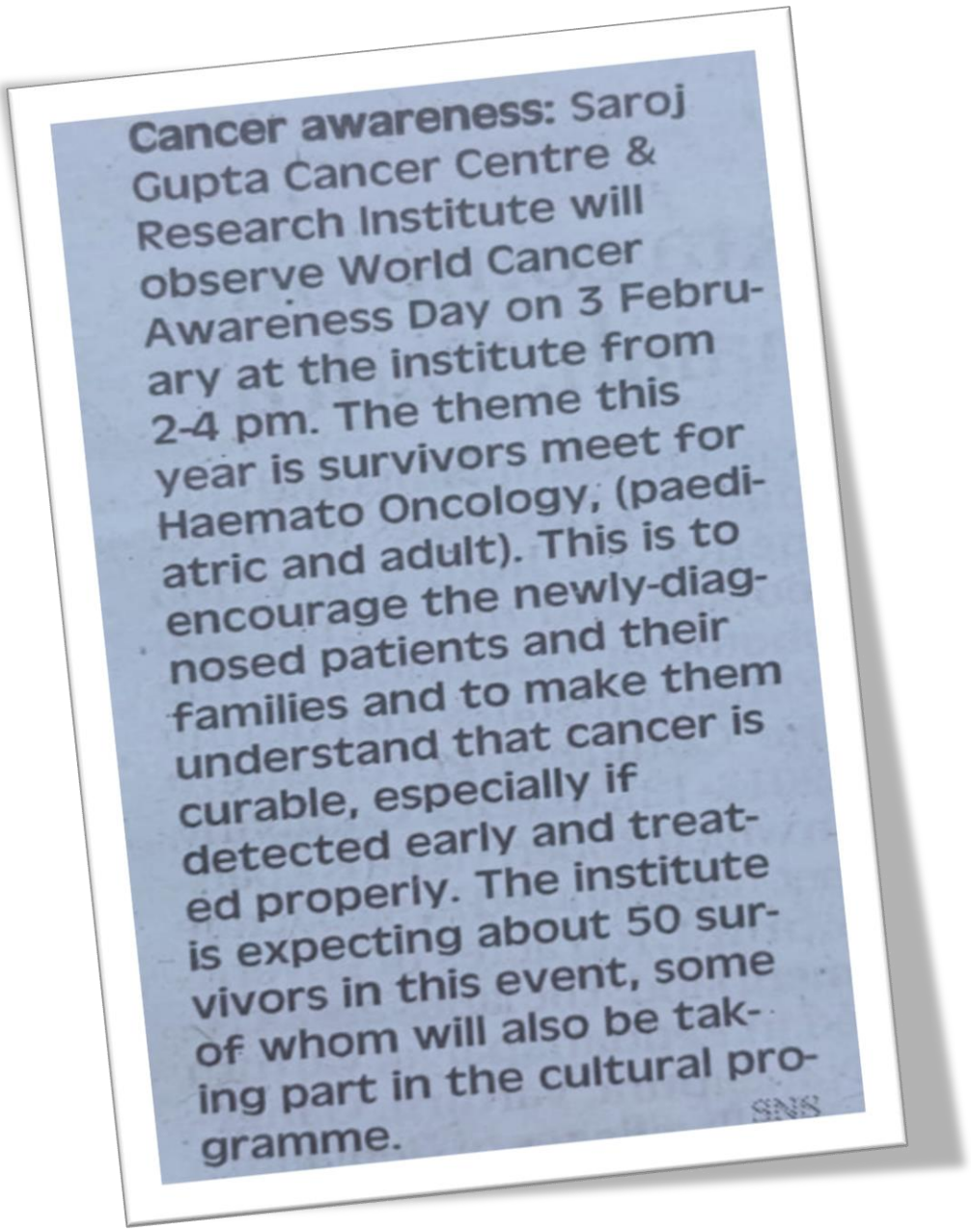

Cancer awareness: Saroj Gupta Cancer Centre & Research Institute will observe World Cancer Awareness Day on 3 February at the institute from 2-4 pm. The theme this year is survivors meet for Haemato Oncology, (paediatric and adult). This is to encourage the newly-diagnosed patients and their families and to make them understand that cancer is curable, especially if detected early and treated properly. The institute is expecting about 50 survivors in this event, some of whom will also be taking part in the cultural programme. SNS

The Telegraph

Date: 04/02/2023

A day to join hands against Cancer- The Telegraph, 4th FEB., 2023

A day to join hands against Cancer

World Cancer Day serves to bring the global community together to raise awareness, advocate for action, and show support in the fight against cancer

On February 4, World Cancer Day is observed annually. Today, the day is being celebrated in over 100 countries around the world. It is a global initiative aimed at raising awareness about cancer and encouraging its prevention, detection, and treatment. World Cancer Day 2023, as its theme suggests, is the day to join our hands against the lethal disease and prove the power of working together. We are stronger when we are united. Each of us can make a difference, large or small. Together we can make real progress in reducing the global impact of cancer. Today is the best day for all of us to start playing our part in creating a cancer-free world. Our actions can

take countless forms, from making our neighbours aware of how important their contributions are, and motivating them to act, to choosing healthy habits for ourselves. We must motivate our friends, family and co-workers because we know that together we can achieve almost anything.

The importance of World Cancer Day lies in its ability to bring people together and unite their efforts to tackle one of the world's largest health problems. Cancer affects millions of people worldwide, and the impact of this disease extends beyond the individual to their families, communities, and society as a whole.

World Cancer Day raises awareness. It helps to educate people about the various types of cancer, their causes, and the importance of early detection and treatment. World Cancer Day highlights the role that individuals can play in reducing their risk of cancer through lifestyle changes and other preventative measures. The day provides an opportunity for people to come together and show support for those affected by cancer, and to pay tribute to those who have lost their lives to the disease.

THE TIMES OF INDIA

Date: 04/02/2023

'60% cancer patient don't share concerns with kin'- The Times Of India, 4th Feb., 2023

'60% cancer patients don't share concerns with kin'

TIMES NEWS NETWORK

Mumbai: Six out of 10 cancer patients do not discuss their health concerns with their family, co-workers or friends, according to survey among cancer patients and their caregivers in the city.

The survey, interviewing 4,350 Mumbaikars ahead of World Cancer Day on February 4, found that a third of the respondents missed not having mental health support. Around 16% believed they could have fared better with the support of a counsellor.

Support groups are common in the West, but there are very few in Mumbai. Some respondents (10%) felt that access to support groups would have enabled them to hear and share their treatment journey, thereby alleviating anxiety. The survey, conducted by Fortis Cancer Institute of Fortis Hospitals, also found that nearly a third of the patients had worries relating to finance or insurance.

"We were not surprised to find cancer patients didn't always share details with their families," said cancer surgeon Dr Anil Heroor from the hospital. "When the cancer patient is the main breadwinner, they tend to not discuss too many details with their dependents," he said. He recalled a woman who didn't tell her paralysis-affected husband about her breast cancer because she was the only one who had a job; their daughter had mental retardation.

"The elderly are another subset of cancer patients who refuse to share their symptoms with their families as they are worried about the monetary situation," said Dr Heroor. He said self-employed people, too, refused to talk about their condition.

Around 14 lakh new cases of cancer are detected in India every year, according to studies done by the Indian Council of Medical Research; roughly nine lakh succumb to it every year. The survey found that many still viewed cancer as a death sentence. Eight out of every 10 respondents stated that "fear of diagnosis" was a major problem associated with early screening. "Most attributed the increased risk of cancer to prolonged tobacco use, unhealthy and junk meals and family history. Cancer screening is necessary for all people above the age of 40 years," said the survey.

MENTAL HEALTH, COSTS KEY CONCERNS

97% respondents said cost of care posed a big challenge

- **83%** said cancer must be offered under regular health insurance cover
- **28%** respondents said better public awareness is needed
- **15%** said better screening is needed
- **30%** respondents said mental health support was lacking
- **16%** respondents believed they would have fared better with access to a counsellor

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক
আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 05/02/2023

হেরে যাওয়ার বদলে হারানোর বার্তা বিশ্ব ক্যানসার দিবসে – আনান্দবাজার পত্রিকা, 5th Feb., 2023

হেরে যাওয়ার বদলে হারানোর বার্তা বিশ্ব ক্যানসার দিবসে

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাসপাতালের শয্যায় শোয়া সত্তরোর্ধ্বা বৃদ্ধার জীবনীশক্তি লজ্জা দেবে তরুণ প্রজন্মকেও। না-হলে ক'জন ক্যানসার আক্রান্ত পারবেন বাইপ্যাপ নেওয়ার ফাঁকেও হোয়াটসঅ্যাপে জরুরি বার্তা দিতে! শনিবার, ৪ ফেব্রুয়ারি, বিশ্ব ক্যানসার দিবসের অনুষ্ঠানে উঠে এল তাঁর সেই সব পরামর্শের কথা। স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত, সত্তরোর্ধ্বা 'তরুণী' সীমারেখা রায়চৌধুরীর কর্কট যখন ফুসফুসে থাবা মারে, তখনও তিনি দমে যান না। কোভিডে যখন দূরত্ব বজায় রাখাই ছিল বেঁচে থাকার উপায়, তখনও তিনি কেমো নেওয়ার ফাঁকে ক্যানসার আক্রান্তদের মনোবল বাড়িয়ে গিয়েছেন।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দা রহিমা বিবি। যিনি তথাকথিত অক্ষরের শিক্ষা না পেয়েও রেডিয়োয় স্বাস্থ্যের অনুষ্ঠান শুনে চাপা আতঙ্ক নিয়ে পৌঁছে যান এসএসকেএম হাসপাতালে। সেখানেই ক্যানসারের চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ রহিমা এ দিন উপস্থিত ছিলেন স্তন ক্যানসার রোগীদের সংগঠন 'দিশা ফর ক্যানসার'-এর অনুষ্ঠানে। সংগঠনের তরফে চিকিৎসক অগ্নিমিতা গিরি সরকার জানান, বিশ্ব ক্যানসার দিবস মানে শুধু সচেতনতার প্রচারই নয়, এই রোগ নিয়ে যে এগিয়ে যাওয়া যায়, তারই বার্তা দেওয়া অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যেরই দৃষ্টান্ত সৌমীপর্ণা মিত্র। ২০১৯ সালে রক্তের ক্যানসার ধরা পড়ে তাঁর। রোগের কাছে না-হেরে এ দিনের অনুষ্ঠান-মঞ্চ নেচে মাতালেন তিনি।

বিশেষ এই দিনে ক্যানসারজয়ী, চিকিৎসক এবং এই রোগ নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে মেডিকা হাসপাতাল এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। যেখানে ক্যানসারজয়ীরা লড়াইয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিদের বক্তব্যে উঠে এল, চিকিৎসকদের আরও সহমর্মী হওয়ার আর্জি। অনুষ্ঠানে ছিলেন হাসপাতালের ক্যানসার বিভাগের প্রধান চিকিৎসক সৌরভ দত্ত এবং ক্যানসার চিকিৎসক সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়। হাসপাতালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর উদয়ন লাহিড়ী বলেন, "রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি পরিকাঠামোয় ক্যানসারের যে উন্নত চিকিৎসা মিলছে, তার কারণ স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের রূপায়ণ। এর জন্য ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।"

জেলায় কিংবা গ্রামাঞ্চলে ম্যামোগ্রাফি পরীক্ষার সুবিধা পৌঁছে দিতে এ দিনই ভ্রাম্যমাণ ম্যামোগ্রাফি ইউনিট চালু করল চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট (সিএনসিআই)। শনিবার সিএনসিআই-এর রাজারহাট ক্যাম্পাসে সেটির উদ্বোধন করেন এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন। ছিলেন হাসপাতালের অধিকর্তা, চিকিৎসক জয়ন্ত চক্রবর্তী। সুপার শঙ্কর সেনগুপ্ত জানান, দিনে অন্তত ২০টি স্তন ক্যানসার নির্ণয় করা যাবে। জরায়ুমুখের ক্যানসার, মুখের ক্যানসারের স্ক্রিনিংও হবে শিবিরে।

ক্যানসারের চিকিৎসায় খরচ বড় বাধা। আশার কথা শোনা গেল এ দিন সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে। সংস্থার অধিকর্তা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, "কী ভাবে অত্যন্ত কম খরচে ক্যানসারের সামগ্রিক চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব, সেটিই তুলে ধরতে চাইছি।" দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা ওই সংস্থার ৫৬টি কেন্দ্রে শুরু হচ্ছে ক্যানসারের চিকিৎসা।

The Statesman

Date: 05/02/2023

Experts for integrated, comprehensive strategies in cancer care- The Stateman, 5th Feb., 2023

Experts for integrated, comprehensive strategies in cancer care

STATESMAN NEWS SERVICE
NEW DELHI, 4 FEBRUARY

Integrated and comprehensive strategies, engaging all stakeholders in place of a siloed approach along with a focus on palliative care and preventive lifestyle, is the need of the hour in cancer care and management, observed experts at the 4th Edition of the Cancer Summit titled "Uniting Voices and Taking Action".

The 4th edition of the Cancer 2023 Summit was organised by IHW Council and RAPID Global Cancer Alliance on the eve of World Cancer Day here.

Speaking on the occasion, Dr. GK Rath, EX-Head, National Cancer Institute & Chief, DRBRAIRCH, Professor, Radiation Oncology, AIIMS remarked, "Some of the challenges communities encounter in obtaining services for cancer prevention and early detection might be resolved by equipping primary healthcare professionals with essential cancer knowledge, skills, and information."

He also emphasised a preventive and healthy lifestyle.

The World Cancer Day, which is observed annually on 4 February, aims to address one of the biggest problems facing humanity: the growing burden of cancer worldwide. The theme this year "Close the Care Gap" is centered on equity and accessibility..

"Identifying models of healthcare that prioritize universal health coverage and protect cancer patients against incurring a financial burden holds the key to truly equitable and accessible cancer care. These models will ensure that every patient, regardless of their ability to pay, can access the treatments they need and receive the best possible care," noted Madan Gopal, Senior Consultant - Health, NITI Aayog.

In the present scenario, despite remarkable advancements in medical technology and health infrastructure, cancer rates are still rising, necessitating a review, and upgradation of current approaches of disease prevention and management.

The Summit tried to address these concerns with four broad sessions, each moderated by distinguished figures with a diverse set of expertise in cancer care with a focus on the management of the cancer care ecosystem.

Kamal Narayan, CEO, of IHW Council, who unveiled the recently launched platform RAPID Global Cancer Alliance stated, "The Cancer Summit this year focused on the most crucial cancer aspects for a comprehensive discussion centered on equitable care delivery and collaboration. Through this event and our dedicated cancer platform, we hope to not only take forward our global cancer advocacy but also gather the top oncology specialists, patient activists, industry professionals and policymakers in these uncertain times, and work across sectors to optimize advances in cancer care delivery. Although cancer continues to pose a challenge to the country, we must confront it with collaboration, vision, and passion."

The Statesman

Date: 05/02/2023

Students of Ethiraj Women's College participate in the Human Chain Awareness Programme on the occasion of International Cancer Day, in Chennai on Saturday. ■ AP

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক
আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 05/02/2023

সাহায্যপ্রার্থী ক্যানসার রোগীকে নামাল বিমান- আনান্দবাজার পত্রিকা, 5th Feb., 2023

সাহায্যপ্রার্থী ক্যানসার রোগীকে নামাল বিমান

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি: বিমানে উঠেই বিমানকর্মীদের জানিয়েছিলেন তিনি অসুস্থ। সদ্য অস্ত্রোপচার হয়েছে তাঁর। হাতের ব্যাগটি উপরের কেবিনে রাখার জন্য সাহায্য চেয়েছিলেন। পরিবর্তে দিল্লি থেকে নিউ ইয়র্ক-গামী আমেরিকান এয়ারলাইনসের ওই বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাঙালিনি ক্যানসার-রোগীকে। গত ৩০ জানুয়ারির ঘটনা। সম্প্রতি দিল্লি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন মীনাক্ষী সেনগুপ্ত। বিষয়টি জানাজানি হয়েছে তার পরেই। আমেরিকান এয়ারলাইনসের কাছে ঘটনার জবাব চেয়ে পাঠিয়েছেন ডিরেক্টর জেনারেল অব সিভিল এভিয়েশন বা ডিজিসিএ।

মীনাক্ষী জানিয়েছেন, অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁর শরীর খুবই দুর্বল। গায়ে বিশেষ ব্রেস পরা ছিল, যা সবাই দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি অসুস্থ। মীনাক্ষীর কথায়, ‘‘আমার একেবারে ওজন তোলার ক্ষমতা নেই। দু’হাতে সেই জোরই নেই। বেশি হাঁটাচলা করাও বারণ।’’ এ জন্য তিনি বিমানের আসন পর্যন্ত যেতে হুইলচেয়ার চেয়েছিলেন। মীনাক্ষী জানিয়েছেন, দিল্লি বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড স্টাফ খুবই ভাল ছিলেন। বিমানে উঠতে সাহায্য করেন তাঁকে। আসনের পাশে তাঁর হাতের ব্যাগটি রেখে দেন ওই কর্মীই। কিন্তু ঝামেলা শুরু হয় এর পরে।

মীনাক্ষী জানান, তিনি বিমানে উঠে তাঁর অসুস্থতা সম্পর্কে এক বিমানসেবিকাকে জানান। তখন কেউ তাঁকে বলেনি যে তাঁর কাছে থাকা হাতের ব্যাগটি আসনের পাশে রাখা যাবে না। বিমান ওড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে, আলো ততক্ষণে হালকা করে দেওয়া হয়েছে, এ সময়ে এক বিমানসেবিকা এসে জানান ব্যাগটি উপরের কেবিনে ঢুকিয়ে রাখতে হবে। তিনি তখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেন। মীনাক্ষীর অভিযোগ, বিমানসেবিকা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সেটি তাঁর কাজ নয়। তিনি বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁর কথা শোনা হয়নি। বরং ওই বিমানসেবিকা তাঁকে রূঢ় ভাবে জানিয়ে দেন, তিনি এ কাজ করতে পারবেন না, মীনাক্ষীকে নিজেকেই করতে হবে।

অভিযোগপত্রে মীনাক্ষী বলেছেন, ‘‘অসম্ভব রূঢ় ব্যবহার। খুব খারাপ ভাষায় কথা বলতে থাকেন বিমানসেবিকা।’’ এ সময়ে বিমানের অন্য কর্মীরাও কেউ সাহায্য করেননি মীনাক্ষীকে। বরং জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা এ বিষয়ে কিছু করতে পারবেন না। বিমানকর্মীদের সকলেই সে সময়ে বলতে থাকেন, ওঁর অসুবিধা হলে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হোক। মীনাক্ষী বলেন, ‘‘সকলে সমবেত ভাবে সিদ্ধান্ত নেন। এবং আমাকে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়।’’

ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়াতেও। এর পরেই এক প্রকার হইচই পড়ে গিয়েছে। নড়ে বসেছে কেন্দ্রও। ফেসবুক, টুইটারে অনেকেই বিমান মন্ত্রকের কাছে এই ঘটনার বিচার চেয়েছেন। দিল্লির মহিলা কমিশন (ডিসিডব্লিউ)-কেও ট্যাগ করেছেন অনেকে। এক জন যেমন টুইটারে লিখেছেন, ‘‘এক জন ক্যানসার রোগীর প্রতি আমেরিকানএয়ার-এর কর্মীদের এই ব্যবহার বিরক্তিকর। ব্যাগ তুলে রাখতে সাহায্য করবেন না ওঁরা। আর তার জন্য বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হবে। লজ্জাজনক!’’

ডিজিসিএ তদন্ত শুরু করেছেন। আমেরিকান এয়ারলাইনসের কাছে জবাব চেয়ে পাঠানো হয়েছে। উড়ান সংস্থাটি তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে, সংস্থার জনপরিষেবা দল ওই মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তাঁর ব্যবহার না-করা টিকিটের অংশের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। তবে বিবৃতিটি এ রকম: ‘‘গত ৩০ জানুয়ারি, আমেরিকান এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ২৯৩ দিল্লি থেকে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার ঠিক আগে, এক যাত্রী বিঘ্ন ঘটান। তিনি বিমানকর্মীদের নির্দেশ মানেননি। তাই তাঁকে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের জনপরিষেবা দল ওই যাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তাঁর টিকিটের অব্যবহৃত অংশের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।’’ এর সঙ্গেই তারা জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা

सन्मार्ग
खबरें अनेक सच्चाई एक
sanmarg.in

Date: 05/02/2023

कैंसर से रहो सचेत

शनिवार को 'विश्व कैंसर दिवस' पर कैंसर के खिलाफ जागरूकता के लिए सूरत में एक कैंसर रोगी अपने सिर पर मेहंदी लगवाती हुई

আজকাল

Date: 06/02/2023

ক্যান্সার রোগীকে নামিয়ে দিল মার্কিন বিমান, রিপোর্ট তলব- আজকাল , 6th Feb., 2023

ক্যান্সার রোগীকে নামিয়ে দিল মার্কিন বিমান, রিপোর্ট তলব

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি

অসুস্থতার কারণে বিমানকর্মীর নির্দেশ পালন করতে না পারায় ক্যান্সার রোগীকে বিমান থেকে নামিয়ে দিল আমেরিকার এয়ারলাইন্সের বিমান। ৩০ জানুয়ারি দিল্লি থেকে নিউ ইয়র্কগামী আমেরিকান এয়ারলাইন্সের এএ-২৯৩ বিমানের ঘটনা।

ক্যান্সার-আক্রান্ত মীনাক্ষী সেনগুপ্তের অভিযোগ, বিমানে বসা পর্যন্ত কোনও সমস্যা হয়নি। বিমানে তাঁর আসনের পাশেই একটি হাতব্যাগ রেখেছিলেন। গোলযোগ শুরু হয় বিমান ছাড়ার আগে। একজন বিমানকর্মী এসে হাতব্যাগটি পাশ থেকে সরিয়ে ওভারহেড বিনে রাখতে বলেন। অসুস্থতার কারণে ভারী ব্যাগটি তিনি তুলতে পারেননি। নিরুপায় হয়ে তিনি ওই বিমানকর্মীকেই ব্যাগটি সরিয়ে রাখতে বলেন। কিন্তু তিনি জানান, এটা তাঁর কাজ নয়। এ নিয়ে ওই বিমানকর্মীর সঙ্গে তাঁর বচসা শুরু হয়। অন্যান্য বিমানকর্মী এবং পাইলট ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও কেউ তাঁকে সাহায্য করতে আসেননি। উল্টে সকলেই মহিলাকে তাঁর জিনিসপত্র সরিয়ে রাখতে বলেন। একান্তই না পারলে তাঁকে বিমান থেকে নেমে যেতে বলেন। এর পর তাঁকে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার রিপোর্ট চেয়েছে ডিজিসিএ। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে তারা।

অন্য দিকে, আমেরিকার এয়ারলাইন্সের তরফে বলা হয়েছে, ৩০ জানুয়ারি দিল্লি থেকে নিউ ইয়র্কগামী এএ-২৯৩ বিমানের এক যাত্রী বিমানকর্মীর নির্দেশ পালন না করায় তাঁকে বিমান ছাড়ার আগে নামিয়ে দেওয়া হয়। এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে ওই যাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে টিকিটের দাম ফেরত দেওয়া হবে।

Date: 06/02/2023

ক্যান্সার আক্রান্তকে ফেলেই উড়ল বিমান – এই সময় , 6th Feb., 2023

ক্যান্সার আক্রান্তকে ফেলেই উড়ল বিমান

নয়াদিল্লি: ফের উড়ানে বিভ্রাট। এ বার এক ক্যান্সার রোগিণীকে সাহায্য করার বদলে তাঁকে জোর করে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল নিউ ইয়র্কগামী আমেরিকান এয়ারলাইন্সের বিমানকর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি গত ৩০ জানুয়ারির। তবে ওই মহিলা যাত্রী সম্প্রতি অভিযোগ দায়ের করায় বিষয়টি সামনে এসেছে।

মীনাক্ষী সেনগুপ্ত নামে আমেরিকা নিবাসী ওই মহিলার দাবি, তিনি ক্যান্সার রোগী, সম্প্রতি একটি অস্ত্রোপচার হয়েছে। তাই ভারী কিছু তোলার ক্ষমতা নেই। দিল্লি পুলিশ ও অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের কাছে করা অভিযোগে মহিলা বলেছেন, 'আমি একটা ব্রেস পরেছিলাম, যেটা দেখে সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন আমার শারীরিক অসুবিধা রয়েছে। অস্ত্রোপচারের জন্য হাতে ভারী কিছু তুলতে পারি না। হাঁটার ধকলও নিতে পারছিলাম না, তাই একটা হুইলচেয়ার চেয়েছিলাম, সেটা দেওয়া হয়নি। আমার পাঁচ পাউন্ডের চেয়েও ভারী হ্যান্ডব্যাগটা ওভারহেড কেবিনে রাখার জন্য বিমানকর্মীদের অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা অনুরোধ রাখেননি। এমনকী নিজের কাজ যেন আমি নিজেই করে, এ কথা বলে চলে যান।'

মহিলার দাবি, গ্রাউন্ডস্টাফরা খুবই ভালো, তাঁকে বিমানে উঠতে সাহায্য করেছেন। কিন্তু বিমানকর্মীদের ব্যবহার তেমন নয়।

মহিলার কথায়, 'ওই বিমানকর্মীর ব্যবহার খুবই খারাপ এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ ছিল। বিষয়টি নিয়ে বিমানকর্মীদের কাছে অভিযোগ করতে গেলে তাঁরাও পাত্তা দেননি। আমাকে বলা হলো, অস্বস্তি লাগলে আমি যেন বিমান থেকে নেমে যাই। সকলে মিলে আমাকে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।'

ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই বিমান নিয়ামক সংস্থা ডিজিসিএ আমেরিকান এয়ারলাইন্সকে রিপোর্ট দিতে বলেছে। উল্টোদিকে এয়ারলাইন্সের দাবি, 'গত ৩০ জানুয়ারি দিল্লি থেকে নিউ ইয়র্কগামী বিমানের একজন ঝামেলা সৃষ্টিকারী যাত্রী বিমানকর্মীদের নির্দেশ মানছিলেন না, তাই তাঁকে নামিয়ে দিতে আমরা বাধ্য হয়েছি। আমাদের কাস্টমার রিলেশন্স টিকিটের অব্যবহৃত অংশের অর্থ ফেরতের জন্য মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।'

একদিন

Date: 06/02/2023

‘দুয়ারে ক্যানসার নির্ণয়’, গ্রামেই চিকিৎসা পৌঁছে দেবে সিএনসিআই – একদিন , 6th Feb., 2023

‘দুয়ারে ক্যানসার নির্ণয়’, গ্রামেই চিকিৎসা পৌঁছে দেবে সিএনসিআই

বিশ্ব ক্যানসার দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ, গলা থেকে স্তন, ফুসফুস ক্যানসারের প্রবণতা বেড়েই চলেছে। বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে স্তন ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা শরীর জানান দেওয়ার আগেই তা ছড়িয়ে পড়ছে। অনেক সময় সচেতনতার অভাবে রোগী প্রথমটাই কিছু বুঝতেই পারছেন না, যার জেরে বিপদ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতেরাজ্যে ক্যানসার চিকিৎসার পরিকাঠামো নির্মাণে আরও একধাপ এগোল রাজারহাটের সিএনসিআই (চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট)। ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যানসার দিবসে সিএনসিআই-এর লক্ষ্য প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় করা। আরও বেশি সংখ্যক প্রাণ বাঁচিয়ে রোগীদের সুস্থ জীবন দেওয়া। ভ্রাম্যমাণ ম্যামোগ্রাফি ইউনিট চালু করল চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট, যা নিঃসন্দেহে যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেবে ক্যানসার আক্রান্তদের ক্ষেত্রে। গ্রামের মানুষকে আর কষ্ট করে শহরের হাসপাতালে আসতে হবে না।

এই ইউনিটের সাহায্যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকরাই পৌঁছে যাবেন রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায়। এক ধরনের বিশেষ বাসের মধ্যে হবে স্তন ক্যানসার নির্ণয়। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার হিসাব অনুযায়ী, ২০২০ সালে বিশ্বের ২৩ লক্ষ মহিলা স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গিয়েছেন ৬ লক্ষ ৮৫ হাজার মহিলা। ক্যান্সারের সংখ্যাতত্ত্ববিদ শ্যামসুন্দর মণ্ডলের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, ২০২০ সালে বাংলায় নতুন করে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন ৮০, ৬৬৩ জন। এর মধ্যে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত ৭৯৫১ জন। যা রাজ্যের মোট ক্যানসারের ১৮.৪ শতাংশ।

কীভাবে কাজ করবে এই ম্যামোগ্রাফি মেশিন? সিএনসিআইয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর সুপর্ণা মজুমদার বলেন, ‘ম্যামোগ্রাফি মেশিন মূলত একটি এক্সরে মেশিন। যা দিয়ে আমরা স্তনের পরীক্ষা করি। কোনও অস্বাভাবিকতা থাকলে তা ধরা পড়বে। এই রোগের ক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে, তত ভালো চিকিৎসা হবে।’ সিএনসিআইয়ের মেডিক্যাল ডিরেক্টর শঙ্কর সেনগুপ্ত বলেন, ‘চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইন্সটিটিউট ভারতের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। ২০২১ সালে নিউটাউনে আমরা নতুন ক্যাম্পাস পাই। ৪৬০ বেডের ব্যবস্থা আছে এখানে। মানুষের কাছে পৌঁছতে আমরা নানা সময় নানা কার্যক্রম নিয়েছি। মানুষের দুয়ারে পৌঁছনোর চেষ্টা করছি এবার। বিভিন্ন টেস্ট, স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম, প্রিভেনটিভ প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে যাই। এবার এমএমইউ ভ্যান গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যাবে।’

The Statesman

Date: 08/02/2023

Tumours are produced by uncontrolled cell proliferation- The Statesman, 8th Feb., 2023

Tumours are produced by uncontrolled cell proliferation

DR. YAPAN KUMAR MAITYA

A cancer is an abnormal type of tissue growth in which cells divide in an uncontrolled, relatively autonomous fashion, leading to a progressive increase in the number of dividing cells. The resulting mass of growing tissue is called a tumour (or neoplasm). Although tumours have escaped from normal controls on cell proliferation, tumour cells do not always divide more rapidly than normal cells. The crucial issue is not the rate of cell division, but rather the balance between cell division and cell differentiation.

Cell differentiation is the process by which cells acT quire the specialised properties that distinguish different types of cells from each other. To set the stage for our discussion of eukaryotic gene control, let us briefly consider the enormous regulatory challenges faced by multicellular cukaryotes, which are often composed of hundreds of different cell types. In such cases, a single organism consists of a complex mixture of specialised or differentiated cell types - for example, nerve, muscle, bone, blood, cartilage, and fat - brought together in various combinations to form tissues and organs. Differentsiated cells are distinguished from each other based on differences in their microscopic appearances and in the products they manufacture. For example, red blood cells synthesize hemoglobin, nerve cells produce neurotransmitters, and lymphocytes make antibodies. Such differences indicate that selectively controlling the expression of a wide variety of different genes must play a central role in the mechanism responsible for creating differentiated cells.

Differentiated cells are produced from populations of immature, non-specialised cells called stem cells by a process known as cell differentiation. Stem cells are defined by their capacity for unlimited division and their ability, in the presence of the appropriate signals, to differentiate into a variety of specialised cell types, usually accompanied by the cessation of cell division. The classic example occurs in embryos, whose embryonic stem cells differentiate into all the cell types that make up the organism. Stem cells also reside in adult tissues, where they replenish differentiated cells that need to be replaced. For instance, stem cells present in bone marrow differentiate into all the cell types found in the blood. Some studies suggest that adult stem cells may be capable of differentiating into other kinds of cells as well, but this remains to be firmly established.

The ability to isolate and grow stem cells in the laboratory raises the possibility that scientists may one day be able to produce healthy new cells to replace the damaged tissue found in patients with various diseases. For example, stem cells that can differentiate into nerve cells might eventually be used to repair the brain damage that occurs in patients suffering from stroke, Parkinson's disease, or Alzheimer's disease. Or stem cells might be utilised to replace the defective pancreatic cells of patients with diabetes or the defective skeletal muscle cells present in individuals with muscular dystrophy. As cells acquire these specialised traits, they generally lose the capacity to divide. To illustrate, let us briefly consider cell division and differentiation in the skin, where new cells continually replace aging cells that are being shed from the outer body surfaces. The new replacement cells are generated by cell divisions occurring in the basal layer of the skin. Each time a basal cell divides, it gives rise to two cells with differing fates. One cell stays in the basal layer and retains the capacity to divide, whereas the other cell loses the capacity to divide and differentiates as it leaves the basal layer and moves toward the outer skin surface. During the differentiation process, the migrating cell gradually flattens and begins to make keratin, the fibrous structural protein that imparts mechanical strength to the outer layers of the skin.

Thus in normal skin, one of the two cells produced by each cell division remains in the basal layer and retains the capacity to divide, while the other cell moves out of the basal layer, undergoes differentiation, and loses the capacity to divide. This arrangement ensures that there is no increase in the number of dividing cells. The cell divisions occurring in the basal layer simply generate new differentiated cells to replace the ones that are lost from the outer surfaces of the skin. A similar phenomenon occurs in bone marrow, where cell division creates new blood cells to replace the aging blood cells that are being destroyed. It also occurs in the gastrointestinal tract lining, where cell division creates new cells to replace the ones being shed from the inner surface of the stomach and intestines. In each of these situations, cell division is carefully balanced with cell differentiation so that no net accumulation of dividing cells takes place.

In tumours, this finely balanced arrangement is disrupted and cell division is uncoupled from cell differentiation. As a result, some cell divisions give rise to two cells that both continue to divide, thereby feeding a progressive increase in the number of dividing cells. If the cells are dividing rapidly, the tumour will grow quickly; if the cells are dividing more slowly, tumour growth will be slower. But regardless of how fast or slow the cells divide, the tumour will continue to grow because new cells are being produced in greater numbers than needed. As the dividing cells accumulate, the normal organisation and function of the tissue gradually becomes disrupted.

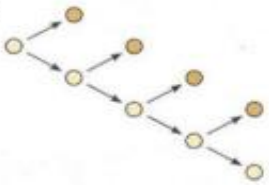

Based on differences in their growth patterns, tumours are classified as either benign or malignant. A benign tumour grows in a confined local area and is rarely dangerous, whereas a malignant tumour is capable of invading surrounding tissues, entering the bloodstream, and spreading to distant parts of the body, which makes it a serious health hazard. The term cancer refers to any malignant tumour-that is, any tumour capable of spreading from its original location to other sites. Because the ability to grow in an uncontrolled fashion and spread to distant locations makes cancer potentially life-threatening disease, it is important to understand the mechanisms that make these traits possible.

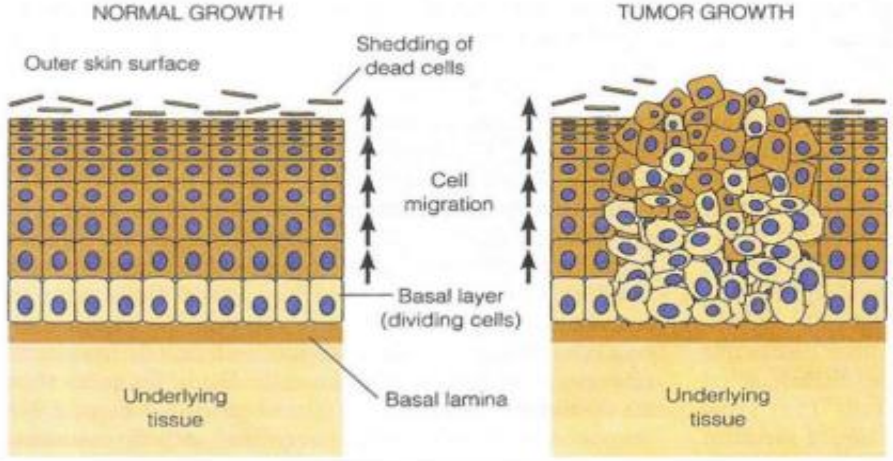

The author is associate professor and former head, department of botany, Ananda Mohan College.

The Statesman

Date: 08/02/2023

How post-feeding breasts bounce back to kick-start milk production- The Statesman, 8th Feb., 2023

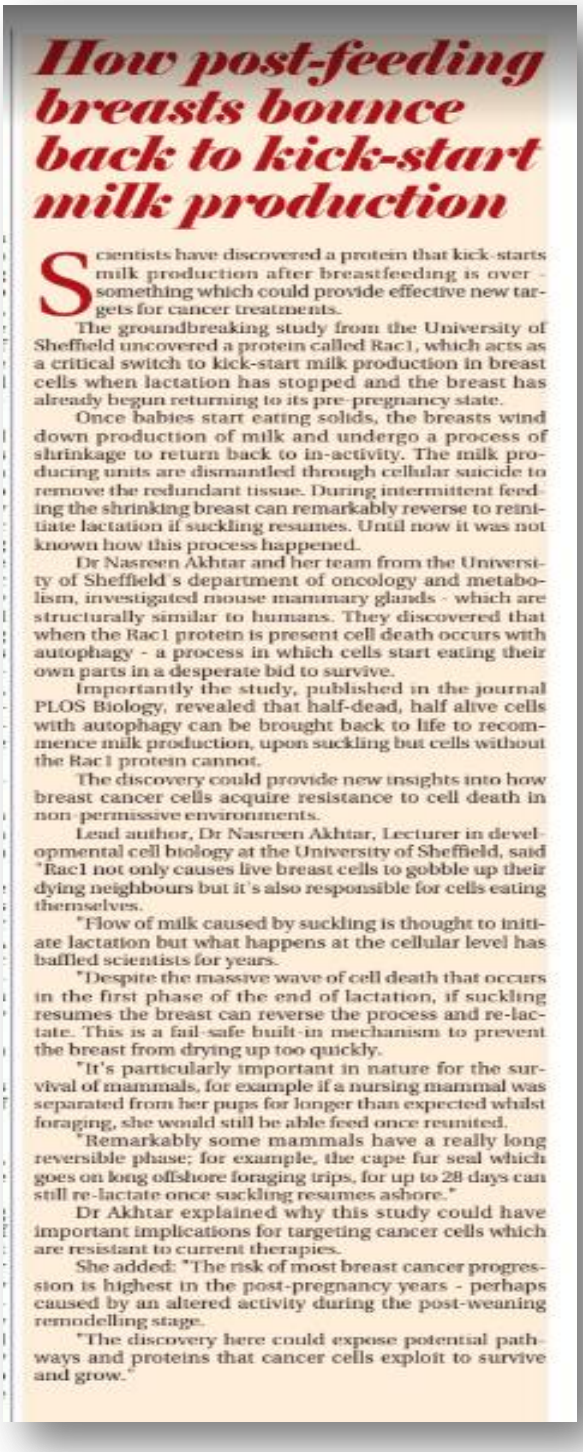

How post-feeding breasts bounce back to kick-start milk production

Scientists have discovered a protein that kick-starts milk production after breastfeeding is over - something which could provide effective new targets for cancer treatments.

The groundbreaking study from the University of Sheffield uncovered a protein called Rac1, which acts as a critical switch to kick-start milk production in breast cells when lactation has stopped and the breast has already begun returning to its pre-pregnancy state.

Once babies start eating solids, the breasts wind down production of milk and undergo a process of shrinkage to return back to in-activity. The milk producing units are dismantled through cellular suicide to remove the redundant tissue. During intermittent feeding the shrinking breast can remarkably reverse to reinitiate lactation if suckling resumes. Until now it was not known how this process happened.

Dr Nasreen Akhtar and her team from the University of Sheffield's department of oncology and metabolism, investigated mouse mammary glands - which are structurally similar to humans. They discovered that when the Rac1 protein is present cell death occurs with autophagy - a process in which cells start eating their own parts in a desperate bid to survive.

Importantly the study, published in the journal PLOS Biology, revealed that half-dead, half alive cells with autophagy can be brought back to life to recommence milk production, upon suckling but cells without the Rac1 protein cannot.

The discovery could provide new insights into how breast cancer cells acquire resistance to cell death in non-permissive environments.

Lead author, Dr Nasreen Akhtar, Lecturer in developmental cell biology at the University of Sheffield, said "Rac1 not only causes live breast cells to gobble up their dying neighbours but it's also responsible for cells eating themselves.

"Flow of milk caused by suckling is thought to initiate lactation but what happens at the cellular level has baffled scientists for years.

"Despite the massive wave of cell death that occurs in the first phase of the end of lactation, if suckling resumes the breast can reverse the process and re-lactate. This is a fail-safe built-in mechanism to prevent the breast from drying up too quickly.

"It's particularly important in nature for the survival of mammals, for example if a nursing mammal was separated from her pups for longer than expected whilst foraging, she would still be able feed once reunited.

"Remarkably some mammals have a really long reversible phase; for example, the cape fur seal which goes on long offshore foraging trips, for up to 28 days can still re-lactate once suckling resumes ashore."

Dr Akhtar explained why this study could have important implications for targeting cancer cells which are resistant to current therapies.

She added: "The risk of most breast cancer progression is highest in the post-pregnancy years - perhaps caused by an altered activity during the post-weaning remodelling stage.

"The discovery here could expose potential pathways and proteins that cancer cells exploit to survive and grow."

The Statesman

Date: 10/02/2023

AIIMS-R develops new technique to diagnose lung cancer- The Statesman, 10th Feb., 2023

AIIMS-R develops new technique to diagnose lung cancer

STATESMAN NEWS SERVICE
RAIPUR, 9 FEBRUARY

Experts from All India Institute of Medical Sciences have developed a novel technique to diagnose lung cancer with the help of PET-CT Scan. New technique will help early diagnosis of lung cancer and more time for treatment. The research has been awarded the best research paper of Indian Society for Study of Lung Cancer.

Lung cancer is the most common cancer in males in India. According to National Cancer Registry data 2020 there are 14, 61,427 lung cancer patients in India. 1 in 9 People are at high risk of developing cancer; more than 90% cases are diagnosed at a very late stage leading to poor outcomes, said Dr. Ajoy Behera, Department of Pulmonary Medicine.

According to Dr. Ranganath T. Ganga the department has been using a robotic navigation system (MAXIO) under PET-CT Guidance for biopsy of lung tumours. This is a novel technique for biopsy and till date more than 50 patients have undergone the procedure and diagnosis has been achieved in 100% of patients with negligible complications, he informed.

Dr. Mudalsha Ravina, Nuclear Medicine Department said that the advantage of this technique is that tumour samples are taken from active tumour sites based on findings from PET-CT scans. This has a higher chance of diagnosis than other techniques with less complication.

The department along with the Nuclear Medicine department has been awarded the 'Best Research Paper of Indian Society for the study' at the National Lung Cancer Conference at AIIMS, Jodhpur. This facility is available only in our AIIMS Raipur in Chhattisgarh and neighbouring States. Prof. (Dr.) Nitin M. Nagarkar, Director congratulated the team for the new technique and award.

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক
আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 11/02/2023

বঙ্গে সব হাসপাতালে ক্যানসার বহির্বিভাগ- আনান্দবাজার পত্রিকা, 11th Feb., 2023

বঙ্গে সব হাসপাতালে ক্যানসার বহির্বিভাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা

দূরদূরান্তের ক্যানসার রোগী এবং তাঁদের স্বজনদের জেলা বা শহরে দৌড়ঝাঁপের হয়রানি অনেকাংশে কমাতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য। শুক্রবার স্বাস্থ্য ভবনের এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এ বার থেকে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার ক্যানসার বহির্বিভাগ চালু থাকবে সব স্তরের হাসপাতালেই। মহকুমা, জেলা স্তরের হাসপাতালে এবং যে-সব মেডিক্যাল কলেজে ক্যানসার চিকিৎসার আলাদা বিভাগ নেই, সেখানে ক্যানসার চিহ্নিতের জন্য সপ্তাহের ওই দু'দিন বহির্বিভাগ চালু করতে হবে।

স্বাস্থ্য দফতর বিভিন্ন স্তরের সরকারি হাসপাতালে ক্যানসার চিহ্নিতকরণ থেকে অস্ত্রোপচার পর্যন্ত সব পরিষেবা দিতে চাইছে। সুসংহত সেই ব্যবস্থাপনা চালুর লক্ষ্যেই এ দিন বৈঠক করেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। সেখানে রাজ্যের মহকুমা, জেলা, মেডিক্যাল কলেজ, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, বিভিন্ন হাসপাতালের রেডিয়োলজি ও ক্যানসার শল্যচিকিৎসার বিভাগীয় প্রধানেরা ছিলেন। নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের রেডিয়োথেরাপির (রেডিয়েশন অঙ্কোলজি) বিভাগীয় প্রধান তথা রাজ্যের ক্যানসার চিকিৎসার নোডাল অফিসার শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল বলেন, ''ধরা যাক রঘুনাথপুর মহকুমা হাসপাতালে কোনও রোগীর টিউমার দেখে চিকিৎসকের ক্যানসার বলে সন্দেহ হল। সে-ক্ষেত্রে ওই হাসপাতালেই 'এফএনএসি' পরীক্ষা হবে। রিপোর্ট পজ়িটিভ এলে রোগীকে পাঠানো হবে স্থানীয় বা পার্শ্ববর্তী জেলা হাসপাতালে। সেখানে পুরো চিকিৎসা পাবেন। যদি মনে হয় যে, টিউমারটিতে অস্ত্রোপচার দরকার, তখন কলকাতার কোনও ক্যানসার শল্যচিকিৎসার সুবিধাযুক্ত হাসপাতালে পাঠানো হবে।'' স্বাস্থ্য সূত্রের খবর, রাজ্যের 'টিউমার রেজিস্ট্রারে' জেলার সব হাসপাতাল যুক্ত হবে। যে-কোনও হাসপাতালে ক্যানসার চিহ্নিত হলে নথিভুক্ত করতে হবে রেজিস্ট্রারে।

স্বাস্থ্য ভবন সূত্রের খবর, ওই চিহ্নিতকরণের সময়েই রোগীর একটি ইউনিক আইডি নম্বর তৈরি হবে। পরে তা ধরেই সব তথ্যে নজর রাখবে স্বাস্থ্য দফতর। চিহ্নিতকরণ থেকে চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার কী হয়েছে, সবই জানা যাবে ওই নথি থেকে। স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন, দেশে মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। তার পরেই রয়েছে জরায়ুমুখের ক্যানসার। পুরুষদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক। কামারহাটি সাগরদত্ত, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান মেডিক্যালে 'টার্শিয়ারি ক্যানসার কেন্দ্র' গড়ে তোলা হচ্ছে।

सन्मार्ग
खबरें अनेक सच्चाई एक
sanmarg.in

Date: 11/02/2023

कैंसर के खिलाफ लड़ाइ के लिए राज्य की नयी पहल

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : आंकड़ों के अनुसार, केवलमात्र लापरवाही के कारण राज्य में 16% महिलाएं सर्वाइकल कैंसर का शिकार होती हैं। इलाज के लिये आने पर पता चलता है कि स्टेज 4 चल रहा है। ऐसे में अंत में पेन किलर की दवाएं लेने अथवा पैलिटिव ट्रीटमेंट के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है। बच्चों में ब्रेन कैंसर कम होने पर भी ब्लड कैंसर अथवा ल्यूकोमिया काफी अधिक है। वहीं 40 से अधिक की महिलाओं में स्तन कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। इससे लड़ने के लिए राज्य सरकार ने विशेष पहल की है। अब पहले से ही मरीजों को चिह्नित करने का काम किया जायेगा। राज्य के 27 स्वास्थ्य जिले व ब्लॉक अस्पतालों के साथ कोलकाता के 5 मेडिकल कॉलेज मिलकर एक कैंसर पोर्टल तैयार कर रहे हैं। स्वास्थ्य भवन ने इसका नाम 'कैंसर हब' दिया है। इसका मूल उद्देश्य शुरू से ही कैंसर रोगियों को चिह्नित करना व परीक्षा कर कैंसर का न्यूनतम लक्षण मिलने पर भी मरीज को सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञों के परामर्श के लिए भेजा जायेगा। शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन में प्रधान सचिव **नारायण स्वरूप निगम** के साथ अस्पतालों की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। विभिन्न प्रकार के कैंसर के लक्षण अलग होते हैं, लेकिन शुरू से ही शरीर में कोई अस्वाभाविक तिल, खांसी, मल के साथ खून आना अथवा पेशाब न रोक पाने जैसे लक्षण अमूमन कैंसर में देखे जाते हैं। इस कारण शुरू से ही पता चलने पर काफी हद तक कैंसर को रोका जा सकता है। जिलों में जो मरीज कैंसर मरीज के तौर पर चिह्नित होंगे, उनका नाम, पता, ठिकाना, फोन नंबर पोर्टल पर दिया जायेगा। कोलकाता के सरकारी अस्पताल से उनसे संपर्क किया जायेगा। इसके बाद मरीज की परीक्षा कर उस अनुसार इलाज चालू किया जायेगा

The Statesman

Date: 12/02/2023

World Cancer Day celebrated – The Statesman, 12th Feb., 2023

World Cancer Day celebrated

Department of Health and family welfare with Oncology of B. R. Singh Hospital organized "World Cancer Day" at B. R. Singh Hospital February 6th February, 2023. The theme of the World Cancer Day 2023 is "Close the care gap". The theme is about assessing the gaps in cancer care at different levels of society and taking necessary measures to bridge the gap. The purpose of the occasion is to provide Standard Care to all the cancer patients irrespective of their economic status, gender, religion and geographic locations. Dr. Rudrendu Bhattacharya, Principal Chief Medical Director/Eastern Railway graced the occasion and elaborated lucidly to the gathering regarding the significant signs of cancer for early diagnosis. The programme was successfully conducted by Dr. Kalpana Mondal, additional Chief Health Director/Health and family welfare/B. R. Singh Hospital. Dr. Upasana Mukherjee, DMO/Oncology, explained the importance of early diagnosis & its treatment.

The Statesman

Date: 13/02/2023

Former kerala chief minister oommen chandy airlifed to bengaluru for further treatment- The Statesman, 13th Feb., 2023

Former Kerala chief minister Oommen Chandy airlifted to Bengaluru for further treatment

STATESMAN NEWS SERVICE

THIRUVANANTHAPURAM, 12 FEBRUARY

Former Kerala chief minister and senior Congress leader Oommen Chandy was airlifted on Sunday to Bengaluru for advanced treatment

Ommen Chandy was taken to Bengaluru by an air ambulance arranged by the AICC, from Thiruvananthapuram International Airport.

The 79-year-old veteran politician will be admitted to HCG Oncology Centre in Bengaluru, where he was seeking treatment for cancer after the laser surgery in Germany he underwent some months back

Earlier on Sunday, he was discharged from Neyyatinkara NIMS hospital, where he has undergone treatment for pneumonia. He travelled in a car from the hospital to the airport.

His wife Mariyamma, children Chandy Oommen, Mariam Oommen, and Achu Oommen, and Congress leader Benny Behanan MP accompanied him to Bengaluru Congress leaders PC Vishnu Nath MLA and MM Hassan came to see him off at the Thiruvananthapuram airport Meanwhile, Oommen Chandy once again dismissed allegations that he was denied proper medical care by his family. Speaking to media persons at the airport , Ommen Chandy said that the controversies about his treatment are unnecessary.

"I don't know how such reports emanated. They pained me and my family members," Chandy said Oommen Chandy's brother Alex V Chandy had earlier alleged that his children and wife were denying him treatment. Alex V Chandy filed a complaint with the state Chief Minister Pinarayi Vijayan the other day. In his complaint, Alex said that Oommen Chandy's family has been denying him treatment. He also said that he was pressurised by many people to withdraw the complaint after filing it. Oommen Chandy himself came on social media to dispel rumours that his family denied him treatment.

আজকাল

Date: 12/04/2023

আধুনিক মানের চিকিৎসা কেন্দ্র – আজকাল, 12th Feb., 2023

আধুনিক মানের ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র

আজকালের প্রতিবেদন

সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আধুনিক মানের টার্সিয়ারি ক্যান্সার কেয়ার সেন্টার কেন্দ্র চালু হল বৃহস্পতিবার। বর্তমানে হাসপাতালে ক্যান্সার চিকিৎসার ওপিডি চলছে। কেমোথেরাপিও দৈনিক চালানো হয়। ডে কেয়ারে কেমোথেরাপির জন্য ৩০টি শয্যা রয়েছে। এদিন চালু হওয়া নতুন ভবনে সব ধরনের ক্যান্সার চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাবে। হেড অ্যান্ড নেক, মস্তিষ্ক, জরায়ু, স্তন, ফুসফুস ক্যান্সার প্রভৃতি চিকিৎসা পাওয়া যাবে। রেডিওলজি ডায়াগনসিসের মধ্যে পেট সিটি স্ক্যান মেশিন বসানো হবে। রোগীর চাপ বাড়লে আগামী দিনে নতুন একটি এমআরআই মেশিনও আনা হবে। আগামী দিনে নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিভাগও চালু হবে। সেখানে গামা ক্যামেরা বসবে। হাই অ্যান্ড লিনিয়র অ্যাক্সিলেরেটর, ব্র্যাকিথেরাপি মেশিন, সিটি সাইমুলেটর মেশিন রেডিওথেরাপি বিভাগে বসানো হবে। সাগর দত্ত হাসপাতালের উপাধ্যক্ষ ডাঃ সুজয় মিস্ত্রি বলেন, 'ক্যান্সার চিকিৎসায় সব ধরনের ব্যবস্থা এখানে করা হবে। ইনডোরে প্রাথমিকভাবে ৬০টির মতো শয্যা রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সব মেশিন চলে আসলেই আমরা পুরোদস্তুরভাবে ক্যান্সার চিকিৎসা শুরু করে দেব।' হাওড়ার পাঁচলা মোড়ে নেতাজি সঙ্ঘের মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রিমোটে সাগর দত্ত হাসপাতালের নতুন এই ভবনের উদ্বোধন করেন। হাসপাতালে মেশিন বসানোর জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর দরপত্র ডাকার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। নতুন এই ভবনে বেসমেন্ট মিলিয়ে আপাতত পাঁচতলা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে চাইলে আরও পাঁচতলা করা যাবে। এই বিভাগে চিকিৎসক, রেডিয়েশন সেফটি অফিসার, নন মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ও নার্সিং কর্মী নিয়োজিত করা হবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 12/04/2023

অন্যের পাশে থাকাই সন্তানকে পাওয়া – আনান্দবাজার পত্রিকা, 12th Feb., 2023

অন্যের পাশে থাকাই সন্তানকে পাওয়া

শান্তনু ঘোষ

তখন থেমে গিয়েছে কার্ডিয়াক মনিটরের 'বিপ' শব্দটা। শ্বাসপ্রশ্বাস চালানোর যন্ত্র (ভেন্টিলেশন)-ও খুলে দেওয়া হয়েছে। আইসিইউ-এ ১৪ বছরের ছেলের মুখ দেখে, নিজের মনকে শক্ত করে বাবার প্রশ্ন ছিল, 'ডাক্তারবাবু ওর অঙ্গদান কি সম্ভব?' উত্তর এসেছিল, 'না।'

ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মৃতের অঙ্গদান সম্ভব নয়। ২০১৯ সালের ৬ এপ্রিলের সেই দিনটার কথা বলতে গিয়ে গলা বুজে আসে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মী অভিজিৎ চক্রবর্তীর। শনিবার দুপুরে দমদমের বাড়িতে বসে বললেন, "অন্যের মধ্যে তো নিজের ছোট্ট ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না। কিন্তু ওকে নিয়ে ২৬ দিনের লড়াইয়ের সময়ে হাসপাতালে কাউকে হাসতে, কাউকে কাঁদতে দেখেছি। তাই, আমার আরুষকে অন্য বাচ্চাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি মাত্র।" ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুদের পাশে থাকতে আরুষের বাবা অভিজিৎ ও পিসি জয়িতা মিলে তৈরি করেছেন একটি ট্রাস্ট। যার জন্ম আরুষের মৃত্যুর আট মাস পরে।

■ আরুষের ছবি হাতে বাবা ও মা। *ছবি: স্নেহাশিস ভট্টাচার্য*

এ বার তাঁরা গড়ে তুলছেন একটি বাড়ি। নিউ টাউন সংলগ্ন হাতিশালা মৌজা এলাকায় দু'কাঠা জমিতে মাথা তুলবে সেই দোতলা বাড়ি। আজ, রবিবার তার শিলান্যাস হবে। অভিজিৎ, জয়িতা এবং আরুষের মা, হলদিয়ায় ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনে কর্মরত ছন্দার স্বপ্ন, আগামী দেড় বছরের মধ্যে গড়ে উঠবে ওই বাড়ি। যেখানে বিনামূল্যে থাকার সুযোগ পাবেন ১২-১৩ জন ক্যানসার আক্রান্ত শিশু ও তাদের বাবা-মায়েরা। দমদমের ফ্ল্যাটে বসার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আরুষের বড় ছবি। সদা হাসি মুখের 'তাতাই'-এর দিকে তাকিয়ে তার আদরের 'পিসিমণি' জয়িতা বলেন, "দূরদূরান্ত থেকে অনেক শিশু ক্যানসারের চিকিৎসা করাতে শহরে আসে। কেমোথেরাপির পরে হাসপাতালের কাছাকাছি তাদের থাকার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। কিন্তু অনেক দরিদ্র পরিবারের পক্ষে বাড়ি ভাড়া করে থাকা সম্ভব হয় না। ওদের জন্যই বাড়ি তৈরির ভাবনা।"

এর পর পৃঃ ৩ ►

সন্তানকে

► পৃঃ ১-এর পর

হাতিশালার ওই বাড়ি থেকে হাসপাতালে যাতায়াতের জন্য থাকবে গাড়ির ব্যবস্থা। ভিতরে বাচ্চাদের মানসিক আনন্দের জন্য ছোট্ট থিয়েটার হল, খেলার ঘর থাকবে। থাকবেন মনোবিদও। ওই বাড়িটি থেকে সাত-আট কিলোমিটার দূরেই রয়েছে টাটা মেডিক্যাল সেন্টার (টিএমসি)। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই ভর্তি ছিল অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া আরুষ। ২০১৯-এর ১০ মার্চ আচমকা তার জ্বর আসে। হলদিয়া থেকে ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন ছন্দা। অভিজিৎ জানাচ্ছেন, চিকিৎসক দেখেই আরুষকে হাসপাতালে ভর্তি করতে বলেন। সেই সময়ে আর জ্বর না থাকলেও, কিছু পরীক্ষার পরে জানা যায়, 'অ্যাকিউট মায়লয়েড লিউকোমিয়া'-য় আক্রান্ত সে। শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে তিন-চার দিন থাকার পরে আরুষকে টিএমসি-তে নিয়ে যান অভিজিতেরা।

টানা কয়েক দিন পরে আইসিইউ থেকে বেরিয়ে সাধারণ শয্যায় মায়ের কোলে এসেছিল আরুষ। মনে আশার আলো জ্বললেও দিন তিনেক পরেই ফের আইসিইউ। সেখানেই ৬ এপ্রিল সকালে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয় আরুষকে। রাতে সব শেষ। যদিও সেই শেষ থেকেই আজকের শুরুর চিন্তা বলে জানাচ্ছেন অভিজিৎ। তাই পুরোপুরি স্বাস্থ্যবিধি মেনে দোতলা বাড়িটি তৈরি করতে চান তাঁরা। তাতে সহযোগিতা করছেন টিএমসি-তে আরুষের চিকিৎসক অর্পিতা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, "আরুষের বাবা-মা, পিসি প্রচুর কাজ করেন। করোনার সময়ে পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে সেখানকার ২০টির মতো বাচ্চার পড়াশোনা, খাওয়াদাওয়ার দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন নিজেদের কাঁধে। আসলে সকল শিশুর মধ্যেই নিজের সন্তানকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অভিজিৎ।"

বর্ধমানে কর্মরত অভিজিৎ সপ্তাহে শনি ও রবিবার থাকেন কলকাতায়। এই দু'দিন টিএমসি, সিএনসিআই, ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথে ঘুরে খোঁজার চেষ্টা করেন আরও অনেক আরুষকে। চেষ্টা করেন সাধ্যমতো তাদের পাশে থাকার। ফ্ল্যাটে কিছু ক্ষণের নিঃস্তব্ধতা কাটিয়ে, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কন্যার বাবা অভিজিৎ বললেন, "আমার কাছে প্রতিটি বাচ্চাই যে আরুষ।"

सन्मार्ग
खबरें अनेक सच्चाई एक
sanmarg.in

Date: 12/02/2023

सर्वाइकल कैंसर का स्वदेशी टीका इस महीने से बाजार में

जून से लड़कियों का टीकाकरण करायेगी केन्द्र सरकार

नयी दिल्ली: सीरम इंस्टीट्यूट का ग्रीवा (सर्वाइकल) संबंधी कैंसर के खिलाफ भारत में निर्मित टीका 'सर्वावैक' इस महीने से बाजार में उपलब्ध होगा और दो खुराकों की इसकी एक शीशी 2,000 रुपये में मिलेगी।

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला और एसआईआई के सरकार तथा नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह की मौजूदगी में 24 जनवरी को पहला स्वदेशी ह्यूमैन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) टीका जारी किया था। सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखे एक पत्र में कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट इस महीने से निजी बाजार में सर्वावैक की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। अभी देश एचपीवी टीकों के लिए पूरी तरह विदेशी विनिर्माताओं पर निर्भर है। अभी केवल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी मेर्क का गार्डासिल एचपीवी टीका ही निजी बाजार में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 10,850 रुपये है।

स्कूलों में लगाई जायेगी वैक्सीन: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जून में 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में ग्रीवा संबंधी कैंसर के खिलाफ एचपीवी टीका शुरू लगाना शुरू करेगी। यह टीकाकरण स्कूलों में शुरू किया जायेगा। दुनिया में महिलाओं की करीब 16 प्रतिशत आबादी भारत में है।

আজকাল

Date: 13/02/2023

ছেলের স্মৃতিতে ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের জন্য বাড়ি – আজকাল, 13th Feb., 2023

ছেলের স্মৃতিতে ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের জন্য বাড়ি

আজকালের প্রতিবেদন

ছেলের স্মৃতিতে ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের জন্য বাড়ি বানাচ্ছেন বাবা-মা। নিউ টাউনের হাতিশালার এই বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে নিখরচায় থেকে ক্যান্সার চিকিৎসার সুযোগ পাবে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের শিশুরা। ১২-১৩ জন শিশুর থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে। আরুষ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে নিউ টাউনের হাতিশালায় দু'কাঠা জমির ওপর বছর দেড়েকের মধ্যে দোতলা 'হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম' বাড়িটি তৈরি হয়ে যাবে। রবিবার বাড়িটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মিশনের কথামৃত ভবনের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজি মহারাজ। ছিলেন আচার্য জয়ন্ত বোস, ডাঃ অপূর্ব ঘোষ, ডাঃ অর্ণব গুপ্ত, ডাঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

'হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম'। বাড়িটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান।

২০১৯ সালে ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় দমদমের বাসিন্দা, অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া ১৪ বছরের আরুষ চক্রবর্তীর। কয়েক মাস পর ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের পাশে থাকতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মী বাবা অভিজিৎ চক্রবর্তী এবং পিসি জয়িতা তার নামে তৈরি করেন একটি ট্রাস্ট। এবার আরুষের বাবা, পিসি আর মা ছন্দা চক্রবর্তী মিলে গড়ে তুলছেন স্বপ্নের একটি বাড়ি। সেখানে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা শিশুরা বাবা-মায়ের সঙ্গে বিনা খরচে থেকে এই মারণ রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

আরুষের পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, দরিদ্র পরিবারের অনেকের পক্ষে বাড়ি ভাড়া করে চিকিৎসা করানো সম্ভব হয় না। তাদের জন্যই এই বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সেখান থেকে হাসপাতালে যাতায়াতের জন্য থাকবে গাড়ি। বাড়িতে বাচ্চাদের মন ভাল রাখার জন্য থাকবে খেলার ঘর, ছোট্ট থিয়েটার হল। থাকবেন মনোবিদও।

Date: 15/02/2023

ফুসফুস আর স্তন কান্সারের দাপট বঙ্গে, স্পষ্ট রিপোর্টে- এইসময়, 15th Feb., 2023

ফুসফুস আর স্তন ক্যান্সারের দাপট বঙ্গে, স্পষ্ট রিপোর্টে

অনির্বাণ ঘোষ

পুরুষদের মধ্যে ফুসফুস আর মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারের প্রকোপই সবচেয়ে বেশি বাংলায়। এর পরেই রয়েছে পুরুষদের মুখ ও প্রস্টেট ক্যান্সার এবং মহিলাদের জরায়ুমুখ ও ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার। তবে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাবেই তামাক সম্পর্কিত নানা ক্যান্সারে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যাই সর্বাধিক। অন্তত ২৭% ক্যান্সার রোগীর তামাক সেবনের অভ্যাস রয়েছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত ন্যাশনাল ক্যান্সার রেজিস্ট্রি প্রোগ্রামের রিপোর্টেই এ সব তথ্য উঠে এসেছে। ওই কর্মসূচির পূর্বাঞ্চলীয় নোডাল সেন্টার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট (সিএনসিআই)। যাঁর নেতৃত্বে এই পরিসংখ্যান সংকলিত হয়েছে, সিএনসিআইয়ের এপিডেমিওলজি ও বায়োস্ট্যাটিসটিক্স বিভাগের সেই প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান শ্যামসুন্দর মণ্ডল বলছেন, 'তামাকের জেরে শুধু ফুসফুস নয়, মুখ, খাদ্যনালী ও মূত্রাশয়ের ক্যান্সারও হয়। মুশকিল হলো, যত দিন যাচ্ছে, মহিলাদের মধ্যেও তামাক সেবনের বদভ্যাস বাড়ছে।'

আরও একটি বিষয় উঠে এসেছে ক্যান্সার রেজিস্ট্রি প্রোগ্রাম থেকে। ২০২০-র নিরিখে যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ২০২৫ সালের, তাতে দেখা যাচ্ছে, এই পাঁচ বছরের ব্যবধানে বার্ষিক লাখদুয়েক করে নতুন রোগী বৃদ্ধি পাবে। এবং ২০২০-র মতো ২০২৫ সালেও তামাক সম্পর্কিত ক্যান্সারের (২৭%) দাপটই থাকবে সবচেয়ে বেশি। এখনকার মতো তখনও এর পরেই অবস্থান হবে খাদ্য ও পাচননালী (২০%) এবং স্তন ক্যান্সারের (১৫%)। শুধু বার্ষিক মোট নতুন ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যা ১৩.৯২ লক্ষ থেকে বেড়ে হবে ১৫.৭০ লক্ষ। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, 'এই পরিসংখ্যানে স্পষ্ট যে, একই ধারা বজায় রেখে ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার নজিরটা বাড়বে অনেকখানি।'

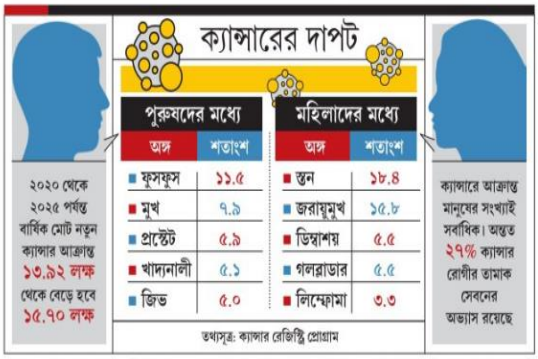

শ্যামসুন্দর জানাচ্ছেন, তাঁদের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গ্রাম ও শহর—দু' জায়গাই সমান শিকার ক্যান্সারের। হয়তো শহরে কিঞ্চিৎ বেশি। কিন্তু গ্রাম বাংলাও পিছিয়ে নেই। তবে তাঁর পর্যবেক্ষণ, সবচেয়ে বেশি দাপট যে তিন-চার ধরনের ক্যান্সারের, ক্রমানুসারে সেই চরিত্রে ফারাক রয়েছে গ্রাম ও শহরের। যদিও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই তিন-চারটি ক্যান্সারই থাকছে প্রথম পাঁচে। ক্যান্সার রেজিস্ট্রি প্রোগ্রামে শহর হিসেবে কলকাতা ও গ্রাম হিসেবে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাপট দেখানো প্রথম তিন ধরনের ক্যান্সার কলকাতার ক্ষেত্রে: ফুসফুস (২০%), প্রস্টেট (৬.৯%) ও মুখের (৬.৭%)। এটাই দাসপুরের ক্ষেত্রে হয়ে গিয়েছে: মুখ (২৭.৩%), ফুসফুস (৯.১%) ও প্রস্টেট (৬.১%)। আবার মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাপট কলকাতায়: স্তন (২৪.৮%), জরায়ুমুখ (৯.৯%) ও ডিম্বাশয় (৭.৬%) ক্যান্সারের। দাসপুরে যথাক্রমে স্তন (৩২.৪%), ডিম্বাশয় (১০.৮%) ও জরায়ুমুখের (৮.১%)।

ক্যান্সার শল্য-চিকিৎসক গৌতম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'খৈনি, জরদা, গুড়াখু ও গুটখার মতো চিবোনোর উপযোগী তামাকের ব্যবহার শহরের চেয়ে গ্রামের পুরুষদের মধ্যে বেশি বলেই গ্রামে মুখের ক্যান্সার এত বেশি। মনে রাখতে হবে, অবিভক্ত মেদিনীপুরের লোকজন পান কিংবা পানমশলা চিবোন অন্য জেলার চেয়ে বেশি।' স্তন-ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ দীপ্তেন্দ্র সরকার আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, মহিলাদের মধ্যে সার্বিক ভাবেই স্তন ক্যান্সারের প্রকোপ এতটাই বেশি যে গ্রাম ও শহর নির্বিশেষেই তা পয়লা নম্বর ঘাতক।

তবে গৌতমের মতে, গ্রামের ক্ষেত্রে শতাংশের হিসেবে ফুসফুসের ক্যান্সার এত পিছনে থাকার কথা নয়। কেননা, ফুসফুসের ক্যান্সার সর্বত্রই ঊর্ধ্বগামী। রাজ্যের ওঙ্কোলজি নোডাল অফিসার তথা এনআরএসের রেডিয়োথেরাপি বিভাগের প্রধান চিকিৎসক শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল মনে করেন, বায়ুদূষণের জেরেই ফুসফুসের ক্যান্সার এত বাড়ছে। দূষণের মধ্যে থাকা রাসায়নিক ফুসফুসের সুপ্ত ক্যান্সার জিনকে উদ্দীপিত করছে বলেই এমনটা হচ্ছে।

The Statesman

Date: 15/02/2023

MSc in cancer therapies- The Statesman, 15th Feb., 2023

MSc in cancer therapies

The University of Strathclyde, Glasgow is inviting applications for its MSc in cancer therapies course starting in September 2023.

The MSc in cancer therapies is unique in the UK. It's a multifaceted course and the only one which combines a focus on cancer biology, drug discovery, formulation and delivery with radiation biology. You'll also gain an understanding of the practical, ethical and economic implications of personalised cancer therapy. The degree is for graduates seeking experience in the range of topics essential to the understanding and development of cancer therapies.

You'll be taught in the Strathclyde Institute of Pharmacy & Biomedical Sciences, recognised as one of the leading departments of its kind in the UK. The Institute has major facilities for radiobiology and radiopharmaceutical research. It also hosts the Cancer Research UK Drug Formulation Unit — the only one of its kind in the UK. You'll therefore be taught by researchers working at the forefront of basic, translational, industrial and clinical cancer research in the biomedical and physical sciences arenas.

The Strathclyde Institute of Pharmacy & Biomedical Sciences (SIPBS) is recognised as one of the leading departments of its kind. It's ranked 1st in the UK for Pharmacology and Pharmacy.

The course has been developed to produce world-class graduates with the skills to contribute to the global drive in advancing cancer treatment through research, teaching, industry and public sector employment.

Studying MSc cancer therapies provides you with the skills to assess, analyse, critically appraise and evaluate current and emerging anti-cancer therapies including the drug discovery cascade from target evaluation and engagement to clinical trials.

The course also equips you with specialist research training and a breadth of skills needed for your future career. It's been designed in response to a growing demand from academia, industry and healthcare providers for a course that focuses on current and emerging cancer therapies. It's taught in a format that covers essential multidisciplinary aspects of the topic.

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক
আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 16/02/2023

সময়ে চিকিৎসা হলেই শিশুর ক্যানসার সারে ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে – আনান্দবাজার , 16th Feb., 2023

সময়ে চিকিৎসা হলেই শিশুর ক্যানসার সারে ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে

নিজস্ব সংবাদদাতা

বেশি দিন তো বাঁচবে না। চিকিৎসা করিয়ে লাভ কী? রক্তের ক্যানসার নিয়ে কলকাতায় চিকিৎসা করাতে আসা কিশোরীকে প্রায়ই এমন কথা শুনতে হত মেদিনীপুরে গ্রামের বাড়িতে ফিরলেই। তবু লড়াই ছাড়েনি পরিবার। চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া তো বটেই, এক সময়ে রোগও হেরে যায় তার কাছে। এর পরে উচ্চ মাধ্যমিকে দারুণ ফল। নার্সিং পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগ। বর্তমানে নার্সের কাজে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া সেই মেয়েকে আর রোগ না সারার কথা শুনতে হয় না গ্রামে ফিরলে। এখন বলা হয়, অতীতের রোগের কথা জানলে তাঁকে কেউ বিয়ে করবে না! অর্থাৎ, লড়াই শুধু রোগের সঙ্গে নয়, রোগকে ঘিরে যে হাজারো সংস্কার, তার সঙ্গেও।

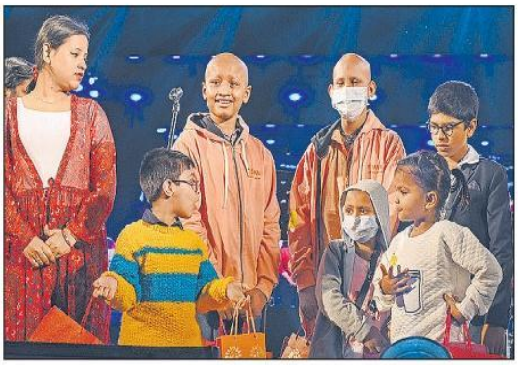

■ বিশ্ব শিশু ক্যানসার দিবসে এক অনুষ্ঠানে ক্যানসার আক্রান্ত শিশুরা। বুধবার, রবীন্দ্র সদনে। *ছবি: স্বাতী চক্রবর্তী*

চিকিৎসকদের বড় অংশই জানাচ্ছেন, অনেকেই লড়াই ছেড়ে দেন এই পরিস্থিতিতে। চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়া হয় মাঝপথেই। অথচ, ঠিক সময়ে ঠিক চিকিৎসায় ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রেই শিশুদের ক্যানসার সারানো সম্ভব। অনেকেরই সেই সচেতনতা নেই।

বুধবার বিশ্ব শিশু ক্যানসার দিবসে সচেতনতার এই দিকটিই তুলে ধরেছে শিশুদের ক্যানসার চিকিৎসা নিয়ে কাজ করা একাধিক সংগঠন। এমনই একটি সংগঠনের অনুষ্ঠান ছিল রবীন্দ্র সদনে। সেখানে সিনেমা এবং সঙ্গীত জগতের পাশাপাশি ছিলেন পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত লোকজনও। ওই সংগঠনের তরফে পার্থ সরকার বলেন, "নাকে নল গুঁজে হাসপাতালে শুয়ে থাকা শিশুদের দিকে তাকানো যায় না। অনেক হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া বা এইচআইভি পজ়িটিভের আলাদা বিভাগ থাকলেও শিশুদের ক্যানসার বিভাগ নেই। সরকারকে এটা ভাবতে হবে। এসএসকেএমে ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুদের জন্য সেন্টার হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও পাঁচ জায়গায় এমন সেন্টার করার ভাবনা রয়েছে।" একই রকম কর্মসূচি হয় ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে। উদ্যোক্তাদের তরফে জয়তী বলেন, "শিশুদের ক্ষেত্রে এই রোগকে যে হারানো সম্ভব, মানুষকে সেই বিশ্বাস জোগাতে হবে।" শিশুদের ক্যানসার চিকিৎসক সোমা দে বলেন, "শিশুদের মধ্যে রক্তের ক্যানসার বেশি দেখা যায়। কিডনি, হাড় ও মস্তিষ্কে 'সলিড টিউমার' ধরা পড়ে। চিকিৎসা করাতে এলেও বহু ক্ষেত্রেই পরিবার প্রতিবেশীদের থেকে খারাপ কথা শুনে চিকিৎসা বন্ধ করে দেয়। চতুর্থ স্টেজে চিকিৎসকের কাছে এলেও সুবিধা হয় না। লোকের কথা না শুনে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে আসতে হবে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 19/02/2023

গায়কের চিকিৎসায় পাশে প্রেসিডেন্সির পড়ুয়ারা – আনান্দবাজার পত্রিকা, 19th Feb., 2023

গায়কের চিকিৎসায় পাশে প্রেসিডেন্সির পড়ুয়ারা

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাসপাতালের শয্যায় ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছেন এক জন। তাঁর গান, তাঁর দলের গান-সুরের স্মৃতিতে, তাঁর লড়াইয়ে গাইছে, নাচছে একটা প্রজন্ম। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এমনই নানা মুহূর্তের জন্ম হল শনিবার।

বাংলা ব্যান্ডের শুরু মূলত যাঁদের হাত ধরে, সেই 'মহীনের ঘোড়াগুলি'র অন্যতম সদস্য তাপস দাস ওরফে বাপির ফুসফুসের ক্যানসার ধরা পড়েছে কয়েক মাস আগে। বর্তমানে তিনি এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দীর্ঘ সঙ্গীত জীবনের যা কিছু সঞ্চয়, চিকিৎসা করাতে গিয়ে সেই ভাঁড়ারে টান পড়ে অচিরেই। যে করেই হোক তাঁর পাশে দাঁড়াতে হবে, ঠিক করে নেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একাংশ। গান ঘিরেই যাঁর জীবন, তাঁর পাশে দাঁড়াতে একটি গানের দুপুর-সন্ধ্যার আয়োজন করাই হতে পারে মোক্ষম অস্ত্র। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বাংলা ব্যান্ড ও একক শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রেসিডেন্সির পড়ুয়া তথা অন্যতম উদ্যোক্তা অত্রি দেবচৌধুরী বললেন, "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বাপিদার গভীর যোগ। দ্রুত ঠিক করে ফেলি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক মঞ্চের তরফে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করব। তাতে যে টাকা উঠবে, সেটাই পাঠানো হবে বাপিদার চিকিৎসায়।" সেই উদ্যোগ কতটা সফল? অত্রি বলেন, "অনুষ্ঠান শুরুর আগে ২০০টি পাস বিক্রি হয়েছিল। অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেকে নাম নথিভুক্ত করিয়ে ঢুকেছেন। বাকিটা প্রেসিডেন্সির মাঠে হাজির মানুষজনের উৎসাহ প্রমাণ দিয়েছে।"

■ প্রেসিডেন্সিতে বাপিদার ছবি-সহ পোস্টার। শনিবার। *নিজস্ব চিত্র*

February
2023
Newspaper Clips

Chittaranjan National Cancer Institute
CNCI Library